অমৃতবিন্দু।

প্রথম খণ্ড।

সেবিকা সুনীতি দেবী কর্ত্তৃক

রচিত।

কোচবিহার ষ্টেট্ প্রেসে মুদ্রিত।

১৩২৫।

ভাই বোন,

বিধান-অমৃত নদী স্রোতে ব'য়ে যায়।
বিন্দুমাত্র আনিয়াছি দিতে গো তোমায় ॥

সঙ্ঘ ভগিনী।

43

নববিধানাচার্য্য

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের

জন্মোৎসব উপলক্ষে।

কমলকুটীর

রবিবার, ১৯এ নবেম্বর, ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ।

---

(১)

ওগো জননী, তোমার কোলের ছেলে কেমন করে ছেড়ে দেবে।
(তোমার) বক্ষের ধন, পুত্র রতন, কেমন করে ভবে পাঠাইবে।
(মা বই শিশু কিছু জানে না) (মা বই ত কিছু চাহে না)
জানি গো ভূতলে, অরিদলে (কত) নিদারুণ আঘাত করিবে।
(ক্রুশে বিদ্ধ করি কভু) (বিজনে বিপিনে পাঠায়ে)
(হস্তী পদতলে ফেলি)
তোমারে ছাড়িয়ে, থাকিলে জননী, নয়নজলে সে যে ভাসিবে।
(কেমনে মা কাঁদাইবে) (তুমি ভকত বৎসলে)
(শিশুর কোমল বদন শুকাইবে) (এমন হাসি মুখ)

(২)

প্রাণের ভাইরে, কেমনে দিব ছেড়ে তোরে।
তীক্ষ্ণ বাণী সম বিষে, অত্যাচারে অবিশ্বাসে
মারিবে ভাবিলে ভাই হৃদয় বিদরে।

ওরে ভাই গুণমণি, জননীর নয়নমণি,
কে জুড়াবে প্রাণ আমাদের মধুর স্বরে।
তোর এ মধুর হাসি, দেখতে বড় ভালবাসি,
হাসির ভিতর স্নেহরাশি অবিশ্রান্ত ঝরে।

(৩)

আমায় ভুল না।

মায়ের আদেশে, যাই ভব বাসে,
দেখো ভাই আমায় ভুল না।
এত ভালবাস, সদা সঙ্গে রাখ,
দূরে গেলে ভাই ভুল না;
বিপদে পড়িলে, ডাকিলে ভাই বলে,
এস ছুটে কাছে ভুল না।
মার কাজ করি, আসিব ত্বরা ফিরি,
আশীষ দিতে সদা ভুল না;
পদধুলি শিরে, লয়ে করযোড়ে
যাচি বিদায়, ভাই ভুল না;

(৪)

স্তবের সুর।

ধর ধর বসুন্ধরে, আমার শিশু পুত্রে কর কোলে,
আদর ক'র যতন ক'র, দুঃখ দিও না ভূতলে।

তীক্ষ্ণ বাণ বরষণে, দুরন্ত দেব-অরিগণে,
মারিতে দিও না ভবে, ধরি তোর করকমলে।
কোল ছাড়া থাকে নাই কথন,
আমার এ কোলের রতন,
বাছাধনে অযতনে কাঁদাস্‌নে ধরাতলে।
কত রঙ্গ দেখাইবে, কত সাজে সাজিবে,
নব নব সমাচার শুনাবে মধুর বোলে।
তব আশা পূর্ণ হবে, সকল ধর্ম্মের মিলন হবে,
যত্নে রেখো বসুমতি, এই লও মায়ের ছেলে।

(তেওট)

এস সবে করি শিশু মুখ দরশন।
যাঁর জনম দিনে হ'ল এ মহামিলন॥
শিশু হাসে মায়ের কোলে, বিশ্ব নাচে তালে তালে
(কিবা শোভা রে)
লুটায়ে মার পদতলে করি প্রণাম॥

(খেমটা)

নববিধান প্রসবিনী চিন্ময়ী জননী
আজ শিশু কোলে ধরাতলে অবতীর্ণ জীবে দিতে ত্রাণ।
হেরিলে শিশুর আনন, জুড়াবে তাপিত জীবন
দেবলোকে করিবে গমন (কেউ রবে না বাকী, পাপী তাপী)

(ঝাঁপতাল)

শুভক্ষণে শুভদিনে, প্রসবিয়ে পুত্রধনে বসেছেন মা উজলি ভুবন

(মায়ের অপরূপ রূপ) (রূপ ধরে না ধরে না)

কিবা মুরতি মোহন, সুন্দর গঠন, (অতুল রূপ নব শিশুর)

দিলেন নাম শ্রীনববিধান। (মা আদর করে)

(ভালবেসে হেসে হেসে) (দেখে রূপে গুণে অনুপম)।

(খয়রা)

আজ গগনভালে নূতন রবি হয়েছে উদয় রে

প্রকৃতি মাঝারে ছবি কিবা শোভাময়

(আজ) পবন বহে পুণ্য গন্ধ, ইন্দু ঝরে প্রেমানন্দ

গাইছে অমরবৃন্দ বিধানের জয়

বল জয় মায়ের জয়

নব শিশুর জয়

গাও জয় জয় জয় ॥

কীর্ত্তন।

(১)

জয় জন্ম দিনের জয়, গাই এস ভাইরে,

জন্মোৎসবের জয় গাই, আজ প্রাণ ভরে রে।

আঁধার গেল, আলো হ'ল, নাহি ভয় নাহি ভয়,

নব শিশুর জন্মে আশা-সূর্য্যের উদয় রে।

হাসির রোল উঠেছে ভাই, গগন ভেদিয়ে,
মঙ্গলধ্বনি করে জগৎ এক মহান্ তানে রে।
ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিসম্বাদ রবে না রবে না রে,
মহামিলনের ক্ষেত্র নবশিশুর জীবন রে।
শিশুর কোমল কান্তি, হের নয়ন ভরে রে,
হাসিমুখ দেখে ভাই দুঃখ দূর কর রে।
অনন্ত আনন্দের পুত্র জন্মিল ধরায় রে,
এই আনন্দে এস ভাই সবে ঝাঁপ দিই রে।
কৃতজ্ঞতা ভরে নমি জননীর পদে রে,
অতুল কৃপায় দেখাইলেন শিশুমুখ আমাদের রে।

(২)

আহা মরি কিবা শোভা বৈকুণ্ঠ ভবনে.
শঙ্খধ্বনি, জয়ধ্বনি করে দেবদেবীগণে।
হেথা দুঃখ শোক নাই, আনন্দ সদাই.
প্রেমের হাসি সবার মুখে, পুণ্যজ্যোতি নয়নে।
জ্ঞানের প্রদীপ-মালা জ্বলে অমরপুর ঘিরে,
সুখপুষ্প বিকশিত নন্দন কাননে।
দেব দেবী যোগী ঋষি বেড়ায় ফুল্ল মনে,
আনন্দ সঙ্গীত সবে গাইছে একতানে।

সূচীপত্র।

গান।	পৃষ্ঠা।

গান।	পৃষ্ঠা।

গান।　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　পৃষ্ঠা।

“অমৃতবিন্দু।”

কালহ্যাংড়া। একতালা।

লাবণ্যময়ী তুমি
গোলাপ ফুল সুন্দরী
এমন মোহনরূপ কে দিল
রে তোরে পরী।

কাহার মধুর হাসি
মাখিয়াছ সর্ব্ব অঙ্গে
তাপিত প্রাণে ঢালিতেছ
এই হাসি শীতল বারি।

সৌন্দর্য্যে ফুল ঢলঢল
সৌরভ তব পরিমল
রূপে, গুণে হে সুন্দরি
করিছ মন প্রাণ চুরি। ১।

রামপ্রসাদী সুর। একতালা।

ভুলনা তারে ভুলনা
ভুলিলে ভবের নাথে
ভবের জ্বালা ঘুচিবে না।

ভবসিন্ধু পারের সম্বল
ভব কাণ্ডারীর নাম
ভজিলে ভবভয়হারীরে
রবেনা ভয় ভাবনা।

সম্পদে বিপদে মন
ভাব ভোলানাথের চরণ
ভক্তি ভাবে না ডাকিলে
ভগবানে পাইবে না। ২।

কীর্ত্তন। তেওট।

কি দেখিলাম রে
গিরিধি সহরে
বিধান মন্দির, করিছে আহ্বান
স্নেহের ভরে; জগত জনে।

ত্রিতাপে তাপিত, ক্ষুদিত তৃষিত
উর্দ্ধশ্বাসে ধায়, নর নারী যত
কত ভগ্ন প্রাণ, হইবে শীতল
নববিধান প্রেম সুধা পানে।

হেলিয়া দুলিয়া সত্যের মহিমা
উড়িছে পতাকা; গিরিধি গগনে
প্রমত্ত হইল হরি নাম গানে
ভাই ভগ্নী প্রাণ, মহাসম্মিলনে। ৩।

জীবন তরণী মম
ভাসে কাল সাগরে
কঠিন তরঙ্গাঘাতে
উঠে পড়ে বারে বারে।

কোথা নাথ প্রাণ সখা
এস মোরে দাও হে দেখা
সাগরে যে ভাসি একা
ঘিরেছে তরি, আঁধারে।

আঁধারে রবি লুকায়ে যায়
আঁধারে কাল গভীর হয়
ভগ্ন প্রাণ ভয় ত্রাসে
আকুল, চায় চারিধারে। ৪।

পরজ বাহার। ঝাঁপতাল।

হে সুন্দর কিবা তব রূপ অতুলন
অনন্ত সৌন্দর্য্যময় বিশ্বমোহন।
তোমার এ রূপ রাশি
পূজিব নাথ দিবানিশি
সুন্দর ভজিয়ে, সুন্দর হব এই আকিঞ্চন।

গড়েছিলে যতন ক'রে
এ দেহ মন নিজ করে
হারাইয়ে পূর্ব্ব কান্তি
বিষণ্ণ জীবন
মলিনতা ধৌত করি
পাদপদ্ম বক্ষে ধরি
কাঞ্চন পরশি পুনঃ
হইব কাঞ্চন। ৫।

কীর্ত্তন—ঝাঁপতাল।

শুনাও মা দয়াময়ী
মধুর বীণাধ্বনি,
ওমা ভক্তমনোলোভা
চিণ্ময়ী জ্ঞান্‌দায়িনী।

যে মোহন বাদ্যরবে
উন্মত্ত প্রমত্ত সবে
যুগে যুগে যোগীভক্ত,
প্রেমিক্ সাধু্ ঋষি মুনি
ব্রহ্মানন্দ যে আনন্দে
মত্ত দিন যামিনী।

মোহ অজ্ঞান তিমির নাশি
ঢাল বীণার অমৃতরাশি
ছিন্নতার, যুক্ত কর
হউক বীণার প্রতিধ্বনি
জীবনযন্ত্র ঝঙ্কারিয়ে
করিবে তোমার জয়ধ্বনি। ৬।

সাহানা—যৎ।

নূতন বিধানে জগত
নূতন ভাবে সেজেছে,
নবপ্রেম সুধা হাতে
নব প্রেমিক এসেছে।

নূতন জ্যোতি বক্ষে লয়ে
নূতন রবি উঠেছে,
নূতন ভাবে নবশশী
জ্যোৎস্নারাশি ঢালিছে।

নূতন বিধান নিশান বরণ
নূতন ভাবে হ'তেছে
নবীনত্বে নবজীবন
নরনারী পেয়েছে,
নবীন হরির নবীন রূপে
সবে পাগল হয়েছে। ৭।

দেশ খাম্বাজ—একতালা।

(নাথ) দাঁড়ায়ে তোমার দুয়ারে
দ্বার খুলে দাও দ্বার খুলে দাও
ডেকে লও মোরে ঘরে।
ধরা কি দিবেনা
ডেকে কি ল'বে না
তবে কেন নাথ তোমার নামে
করিলে ব্যাকুল আমারে।

করিতেছি নাথ কত আনাগোনা
কত ধ্যান জ্ঞান কত আরাধনা
তবু যে কিছু সফল হয় না,
কেনহে প্রভু বলনা;

বুঝিনু এখন, পতিতপাবন
তোমার প্রেম মহিমা
নিজে তুমি যদি ধরা নাহি দাও
কেহ পায়না তোমারে। ৮।

কেন বঁধু কর চুরি নারীর হৃদয়
কুলনারীর কুল হবে কি
পূজিলে হে নাথ তোমায়।

ছিনু ঘরে আঁধার কোনে
ভবের ভয়ে, একা বসে
আপনি এসে মোহন বেশে
হেসে হেসে ডাক্‌লে আমায় মধুরস্বরে,
কেন হরি পাগল কর্‌লে প্রেমময়।

ওহে প্রেমসখা হরি
এই রসময় রূপ ধরি
যুগে যুগে কি কর চুরি
সতীসাধ্বীর প্রাণমন;
তবে নাথ যতন ক'রে,
রাখব তোমায় হৃদে ধ'রে
শেষের দিনে মুদিব আঁখি
ব'লে "হরি দয়াময়"। ৯।

উঠেছে আনন্দ ধ্বনি বেহার গগনে
মঙ্গল বাদ্য বাজিছে নৃপতি ভবনে
জিতেন্দ্র দুহিতা আজ
হাসে পিতৃকোলে,
শিশু মুখে দেন পরমান্ন তুলে
জননী ইন্দিরা আনন্দিত মনে
শঙ্খধ্বনি উলুধ্বনি হয় একসনে।

কোচবিহারবাসী নরনারী যত
রাজভক্ত প্রজাদল আনন্দিত কত
রাজকুমারীর অন্নপ্রাশনে
মঙ্গল ভিক্ষা মাগে বিভু চরণে। ১০।

আশীষ বরষ মাতঃ শুভ নামকরণে।
কল্যাণীর কল্যাণ যাচি কল্যাণময় চরণে
নৃপেন্দ্রতনয় জিতেন্দ্র শিরে
ঢাল আশীর্ব্বাদ অজস্রধারে
লক্ষ্মীরূপে মাগো থেকো চিরদিন
জিতেন্দ্র, ইন্দিরা জীবনে।

বহুদিন পরে আজি
হাসিল এ রাজপ্রাসাদ
এ হাসি করুণাময়ী
তোমারি তোমারি প্রসাদ
আশাপূর্ণ প্রাণে ভকত জননী
(সবে আজি) প্রণিপাত করি ও চরণে। ১১।

ঝঙ্কারস্থর।

অনন্তে উঠেছে ঐ বিধান বিমান
মহাতেজোময় রথ মহাদীপ্তমান।

প্রত্যাদেশ অশ্ব তাহে পরাক্রমে ছুটে
মাঝে মাঝে হ্রেষারবে, করে বিশ্ব কম্পমান।

বিস্তীর্ণ বালুকা রাজ্য প্লাবনে ভাসিল
সিন্ধু মুহুর্ত্তেকে ভীষণ মরুভূমি হইল।
গর্জ্জন করিয়ে বজ্র বাজায় মৃদঙ্গ
সাগর গাহিছে জয় উঠায়ে তরঙ্গ।

বিমান হইতে ঐ উঠে ভীমরব
স্তম্ভিত চকিত ভীত কম্পিত মানব
"কার সাধ্য অনাদর করে নব বিধান"
জগতে উড়াব প্রিয় বিধান নিশান।

(কোরাস্)

মেঘ করে গরজন
বারি বর্ষে ঝম ঝম।
উল্কাপাত ভূমিকম্পে
বিশ্ব কাঁপে ঘন ঘন।

বিধান বিশ্বাসী যত বীরের জীবন
বীরত্বে মাতিয়া ধায় করিবারে রণ।
বিশাল বিশ্ব বন্দে বিভু সর্ব্বশক্তিমান
নূতন বিধান দেব ভূমান মহান

রথচক্র ঘরষণে অগ্নি বরষণ
মহাত্রাসে জগতবাসী মুদিছে নয়ন।
রবি শশী ধূমকেতু গ্রহ তারাগণ
জ্যোতিতে করিছে জগত জ্যোতিষ্মান। ১২।

কীর্ত্তন।

(লোফা) প্রাণ সখাহে, কেন ডাকিলে আমায় হরি।
(ডাকে প্রাণ পাগল হ'ল)
(সুধা মাখা স্বরে হরি)
তোমার মধুর মুরলী শুনে
আর যে ঘরে রইতে নারি।
(কেন বাঁশী বাজালে, বাজালে)
(খয়রা) আমি মোহসুরা পিয়ে, আত্মহারা হয়ে
ছিনু ভবে এতদিন,
তুমি বাহিরে দাঁড়ায়ে, মুরলী বাজায়ে
ডাকিলে কেন শ্রীহরি।
(আমায় এমন করে মধুর মোহন রবে)
এতদিন মনে মনে, নীরবে গোপনে
পূজেছি হে হৃদবিহারী ;
এখন তব মধুর স্বরে, এসেছি বাহিরে
লাজ ভয় দূর করি। (তোমার বাঁশী শুনে)

ঐ মুরলী আহ্বানে
প্রেম আকর্ষণে ; এসেছি দয়াময় হরি,
এখন তার কৃপাগুণে
এ দীন হীন জনে
লয়ে যাও হাতে ধরি, (ওহে দয়াল হরি)।
(লোফা) তোমার প্রেমের বাঁশরী
ওহে প্রেম বংশীধারী
শুনি আমি প্রাণ ভরি।
(আর ছেড়ে যাবনা যাবনা)
(তোমায় ছেড়ে যাবনা)। ১৩।

ভৈরবী। ঠুংরি।

প্রেমের বাঁশী আবার বেজেছে
প্রেমময়ের প্রেমের ডাক্ ঐ ডাকিছে
দলে দলে আর্য্যনারী, নব দেবালয়ে মিলেছে
কোথা শান্তি, মুক্তি ব'লে কত কেঁদেছে
সুধা পানের আশে আজ সবাই এসেছে।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে
কত পুণ্যবতী সাধ্বী সতীগণে
(এই) প্রেমময়ের প্রেমতলে
সবাই শীতল হ'য়েছে। ১৪।

ডাক্‌বে কবে প্রাণ সখা
তোমার কাছে যাব
শোকের জ্বালা দূরে যাবে
প্রাণ জুড়াব।

প্রেম বাহু তব ধ'রে রাখিব
প্রিয় সম্বোধনে তব
বিষাদ পাসরিব
শীতল প্রণয় ছায়ায়
ঘুমিয়ে পড়িব।
চক্ষের আড় আর না করিব
সঙ্গে সঙ্গে সদা থাকিব
এবার দেখা হ'লে সখা
চিরসঙ্গিনী হইব। ১৫।

নায়কী কানেড়া। একতালা।

হৃদি আঁধার ক'রে পাখী আমার
কোথায় চ'লে গেল
সোঁণার খাঁচা ফেলে দিয়ে
কোন্ আকাশে উড়ে গেল।

ছিল প্রাণে মম কত যে আশা
হৃদি পূর্ণভক্তি, প্রেম ভালবাসা
কেমনে ভাঙ্গিল আমার সে পাখী
এ দৃঢ় প্রণয় শৃঙ্খল।

আছি আমি বড় আশা ক'রে
ডাকবে পাখি পুনঃ প্রেমভরে
মুক্তবেশে
দোঁহে উড়িব আনন্দে অনন্ত কাল। ১৬।

(কীর্ত্তন) ঝিঝিট। একতালা।

হৃদয় আকাশ মাঝে
তুমি পূর্ণ সুধা ইন্দু
ভকতি উচ্ছ্বাসে, চিদ্ আভাসে, ঝরিছে অমিয় বিন্দু বিন্দু
ঢালিয়ে নাথ শীতল জ্যোৎস্না
নাশিলে দিবসের তাপ যাতনা
এ প্রাণ চকোর চাহে সুধাকর
পান করিতে এই কিরণ মধু (কেবল)।

তোমার প্রকাশে শশী
হাসিল জীবন প্রকৃতি
ফুটিল কুসুম রাশি
ভক্তি নীতি প্রেম প্রীতি
সবে একতানে, নাথ তোমারে
বন্দিছে বিভু হৃদয়বন্ধু।

নিরাশার কাল মেঘ
একে একে স'রে গেল
অমাবশ্যার মোহ আঁধার
চিরতরে পলাইল
আশা সমাচার ধরিয়ে বক্ষে
পবন বহিল মৃদু মৃদু। ১৭।

ঝিঝিট। একতালা।

অসীম অনন্ত তুমি
ভকত হৃদয়বিলাসী
অনন্তে যত অন্তগুলি
ডুবিছে, ভাসিছে হাসি হাসি।
আকাশে অনন্ত স্বরূপ
বাতাসে চিন্ময় রূপ
অনন্তে পূর্ণ নিখিল বিশ্ব
অনন্তে মম প্রাণ উদাসী।

অনন্ত আনন্দ তুমি
অতল শান্তির খনি
নিরাশ প্রাণে ঢালে আশা
তাই অনন্ত ভালবাসি। ১৮।

বাউলসুর। খেমটা।

ও ভাই, ফাঁকি দিতে চেওনা ভাই
আর ফাঁকি দিওনা।
চুপ্ করে সব ব'সে থেকে,
কাজের কামাই আর ক'রনা।

হুকুমজারি জারি হল রাজার
কাজের লোকের বড় দরকার
এগিয়ে গিয়ে গুছিয়ে ব'লে
বড় মাহিনার কাজ লও না।

যত ভাল ভাল কাজ করিবে
মাহিনা তত বেশী পাবে
সকল দুঃখ দূরে যাবে
কোনও অভাব আর থাকবে না।

নিজ নিজ কাজ বুঝে লও
প্রাণ দিয়ে সব খেটে যাও
মাসের শেষে বেতন হাতে
হেসে হেসে বাড়ী যাও না। ১৯।

ঝিঁঝিট। একতালা।

এস গো মা দয়াময়ী
আমায় ভুলে আর থেকো না
একবার দেখা দিয়ে মাগো
অঞ্চল ছিনিয়ে পালিও না।

অন্তরে বাহিরে ঘরে
ঘুরেছি মা তোমার তরে
এখন হৃদিকুটিরে রেখেছি মা
ছেড়ে চ'লে যেওনা
কেঁদেছি কাতরে কত
মা আমার সব জানত
কোলে তুলে ল'য়ে মাতঃ
আর মাটীতে ফেলিও না

মা বলে সদা ডাকিব
চরণ তলে শুয়ে 'রব
এ অনন্ত সুখ হ'তে
আমায় বঞ্চিত করিও না। ২০।

ঝিঝিট—ঠুংরি।

পরাণ আমার নাথ
চাহে যে তোমারে
কোথা গেলে কি করিলে
পাব কেমন ক'রে।

আছ কিহে নাথ তুমি জীবের অন্তরে
আছ কি বাহিরে বিভু প্রকৃতি মাঝারে
থাক কি নিকটে তুমি, না, থাক দূরে দূরে
তুমি কি এক অদ্বিতীয় লোক লোকান্তরে।
আছ কি অমর পুরে অমরাত্মা সনে
থাক কি বন্দী হ'য়ে ভকত জীবনে
সতীত্ব রূপেতে কিহে থাক সতীর প্রাণে
কিবা তব নাম ধাম কওহে আমারে।

তুমি কি কেবল কাশীবাসী বিশ্বেশ্বর
থাক কি কেবল হিমধামে মহেশ্বর
আছ কি অনন্ত রূপে আকাশে সাগরে
অচিন্ত্য অগম্য থাক ভাবুক অন্তরে।
জেনেছি হে পাতা, তুমি একমাত্র ত্রাতা
সকলের প্রভু, পিতা, একই দেবতা
চরণে পড়িয়ে নাথ সুধাই কাতরে
ধরা দিয়ে বাঁধ মোরে চিরদিন তরে। ২১।

গহন কানন তপোবন
কিবা শোভা মরি মরি
নির্জনে পূজিছে বিশ্বপতিরে
প্রকৃতি সতী।
দাঁড়াইয়ে অদূরে হিমগিরি প্রহরী
তরুদল উচ্চশিরে গায় বিভুর জয়গীতি।

প্রেমানন্দে হাসি হাসি
ফুটায়ে কুসুম রাশি
অঞ্চল ভরি অঞ্জলি দেয় পদে নিতি নিতি।

বিহঙ্গম দল মধুর স্বরে
প্রজাপতির নাম করে
প্রভু পদ ধৌত করি ধায় ধীরে জয়ন্তী।

প্রকৃতির সনে মিলে
বিশ্বপতির প্রেমে গ'লে
পূজি তাঁরে পরাণ ভ'রে
লুটায়ে করি প্রণতি। ২২।

বাগেশ্রী। আড়াঠেকা।

এ ঘন আঁধারে মাতঃ
খুঁজিব তোমায় কোথায়
ছুটে যেতে যেতে যে গো
প্রাণকণা হারায়ে যায়।

ত্রিকালের কাল রঙ্গে
ঢেকেছে তোমার অঙ্গে
ইহ পরকালে খেলা
করে কালো তোমার পায়।

অনন্ত আঁধার কোলে
তারা তোমার রূপ জ্বলে
হৃদয়ে আঁধার ল'য়ে
এসেছি ফেলিতে পায়।

যে জন তোমারে পায়
সকল আঁধার তার দূরে যায়
সশরীরে স্বর্গে যায়
পায় সে অভয় পায়। ২৩।

আশা। ঠুংরি।

জগদ্ধাত্রী শুভদাত্রী
প্রণমি চরণে তব
কৃতজ্ঞ অন্তরে, লুন্ঠিত শিরে
প্রণমি শ্রীচরণ রাজীব।

তোমার আশীষ লয়ে
মানব জনম লভিয়ে
এসেছি করিতে সাধন নূতন বিধান
তব ইচ্ছা পূর্ণ করি
অমরত্ব লাভ করি
বাঁচিব অনন্ত কাল পাইব স্বর্গ বিভব।
মঙ্গলের পরিচয়, দিতেছে নিচয়
ধন, জন, সুখ, সম্পদ নিত্য নব নব,
ও চরণ বক্ষে রাখি
পূজি তোমায় গৃহলক্ষ্মী
সকল মঙ্গল স্রোত ও চরণে উদ্ভব। ২৪।

আর কতদিন (ভবে)
বিফলে কাটাব দিন
(থাকিয়ে) কি ফল যদি
থাকে জীবন মলিন।

ভয়ে, ডরে প্রাণ কাঁদে
দাও স্থান অভয় পদে
নাহি সম্বল, পুণ্য বল,
আমি অতি দীনহীন।

তুমি তারা তারিণী
মোক্ষ, মুক্তিদায়িনী
ডাকি অভয়ে, ব্যাকুল হ'য়ে
মা মা ব'লে অনুদিন। ২৫।

বাউলে। একতালা।

ভ্রমিতেছ ভীমা ভব সংসারে
ভীমরূপে অসি করে
ঘুরিতেছ ঘরে ঘরে।
রোগ শোক জরা মৃত্যু
আছে খড়্গের ভিতরে
দেখে অসি জগতবাসী
সশঙ্কিত বাস করে।
কঠিন কৃপাণ; খরষাণ
কি ভাবে কার শিরে পড়ে
এই ভাবনায় ভীত মানব
ডাকে সদা "মা" "মা" করে।
কালরূপ কৃপান্ করে
দেখে প্রাণ যে কেমন করে
মাভৈঃ রবে নির্ভয় কর
ডাকি তোমায় করযোড়ে।

শ্রীচরণে শান্তি মুক্তি
দেমা চরণ দয়া ক'রে
অভয়া অভয় হই
অভয় পদ বক্ষে ধ'রে। ২৬।

বাউলস্থর। খ্যামটা।

জানিছ জননী গো জীবনের
সুখ দুঃখ সমুদয়
প্রাণের ব্যথা মনের কথা
কি আর জানাব তোমায়
হৃদয় ঘরে থেকে সদা
জান্‌ছ হৃদয়ের বিষয়।
জীবনের গুরু ভার
মা আমার
বহিতে পারিনে যে আর
নিশ্চিন্ত হব এবার
সকল ভার; সঁপিয়ে ঐ অভয় পায়। ২৭।

বাউলে। খ্যামটা।

ও ভাই মেতে যাও, (রে ভাই)
হরিনামামৃতপানে
প্রমত্ত হও, (রে ভাই)।

পান করিলে এ নাম সুধা
ঘুচ্‌বে ভবের তৃষা ক্ষুধা
আনন্দে ভাসিবে সদা
নাম রস ভিক্ষা লও (রে ভাই)
সুধাপাত্র ল'য়ে হাতে
কেশব বেড়ান পথে পথে
বলেন কে নিবি কে খাবি সুধা
দৌড়ে সবে আয়
হাত পাতিয়ে সুধা লও
যত পাবে তত খাও
ছেড় না ভাই, ভক্ত সঙ্গ
কেবল বল "দাও দাও"। ২৮।

বিভাস মিশ্র। একতালা।

ডুবিব ডুবিব আমি গভীর সমাধি ভরে
নববিধানের অরূপ চিন্ময়
ব্রহ্মরূপ সাগরে।
হইবে ব্রহ্মপ্রেমে অভিষিক্ত
মম দেহ মন প্রাণ রক্ত
সিদ্ধাবস্থায় যোগ করিব সম্ভোগ
হবে না বিয়োগ তিলেক তরে।

না রবে আমার কামনা বাসনা
না রবে ভবের ভয় ভাবনা
জন্মের তরে শেষ, হবে দুঃখ ক্লেশ
মোহ বিকার যাবে দূরে
ব্রহ্মানন্দে ব্রহ্মের করি রূপ ধ্যান
কাটাব জীবন, করি নাম গান
চিন্ময়ে এ মৃণ্ময় বিহরিবে সুখে
নিত্যানন্দে লোকান্তরে। ২৯।

কীর্ত্তন। একতালা।

তোরা আয় ভাই, হরিনাম মধুর নাম
শুন্‌বি আয় আয়
নববিধানের নবীন প্রেমিক
হরিনাম বিলায় দেখ্‌বি আয়।
দেখি মানবের দুঃখ যাতনা
পাপ তাপ শোক হৃদয় বেদনা
স্বর্গ হ'তে হরি জীবে দয়া করি
পাঠালেন কেশবে দেখ্‌বি আয়।
দেখ ভাই আজ খুলিয়া নয়ন
হরিনামে পূর্ণ বিশ্ব ভুবন
হরিবোলের রোল উঠেছে ধরায়
আর কি ভাবনা কিসের ভয়।

অসার প্রসঙ্গ, কুসঙ্গ ছাড়িব
কেশবচন্দ্র সঙ্গ সার করিব
কি ভয় মরণে নিন্দা অপমানে
সদানন্দে গাই হরিনামের জয়।

যাবে নিরানন্দ পাবে ব্রহ্মানন্দ
নিত্যানন্দে পূর্ণ হইবে হৃদয়
ভাই বোনে মিলে হরি হরি বোলে
হরি নাম গানে হব হিরণ্ময়। ৩১।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

মৃত্যু যখন দাঁড়িয়ে পাশে
লুকিয়ে মাগো কোথায় ছিলে।
নিঠুর বেশে কি এসেছিলে
না "আয়" ব,লে কোলে নিলে তুলে।

কমল কুটীরের সতেজ ফুলটী
কোমল হাতে ফেলিলে ভেঙ্গে
সৌরভটুকু ফেলে রেখে
ফুলটি নিয়ে পালিয়ে গেলে।

এত আশা ভালবাসা
মরণ কি সব কেড়ে নিলে
না, গো মা, সবই আছে, সবই পাব
তোমার এই চরণতলে।

পিতা ব্রহ্মানন্দ, জননীর ঠাঁই
গিয়াছেন চলিয়া স্নেহের ভাই
দেখাও বারেক তাঁর হাঁসি মুখখানি
অমর ধামের দ্বারটি খুলে। ৩২।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

ধর মার যাহাই কর
ফেলে চ'লে যেওনা
ভগ্ন প্রাণের চোখের জল
শান্তি হাতে মুছিয়ে দে মা।

ভবের ঘাটে আছি ব'সে
তোমার পদতরীর আশে
কবে নায়ে তুলে বল্‌বে হেসে
"তুই দুঃখ কষ্ট আর পাবি না"।

মরণের দারুণ প্রহার
সহিতে যে পারিনা মা আর
করযোড়ে যাচি কাতরে
দে মা শান্তি দে সান্ত্বনা। ৩৩।

রামপ্রসাদী সুর। (সিন্ধু খাম্বাজ—পোস্ত)

শূন্য স্থান পূর্ণ কর
পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন।

ভীষণ আঁধার ফেলে দিয়ে
দেখাও জ্যোতির্ম্ময় ভুবন।

মরণ কেন ঘুরে ঘুরে
আসে কাছে বারে বারে
নে যায় কেন কেড়ে কেড়ে
হৃদয়ের প্রিয়ধন।

তোমারই প্রেমে পূরিত
বিশাল বিশ্বজগত,
তবে কেন জরা মৃত্যু
হানে প্রাণে শোক নিদারুণ।

আদরে যতন ক'রে
গড়েছ মানব, শ্রীকরে
বেঁধে সবে স্নেহ ডোরে
জানালে কি এদৃঢ় বন্ধন। ৩৪।

খট্ ভৈরবী। একতালা।

(আজি) ভবের কূলে (ব'সে) আমি
অবাক হয়ে একা ব'সে ব'সে ভাবি
সেই আমি কি আজিকার এই আমি।

(যবে) বাড়ী হ'তে প্রাতে এলাম ভববাসে
(কত) দলে দলে সঙ্গি জুট্‌ল হেসে
তাদের সনে মিশে নিত্য নববেশে
কত সুখের খেলা খেলেছি আমি।

দুপুর বেলা হাটে গেলাম ফুল্ল মনে
নানা রঙ্গের দ্রব্য হেরিনু দোকানে
ভাল ভাল জিনিষ কিনিনু যতনে
আসতে পথে রত্ন হারাইনু আমি।

দিবসের আলো চলিয়া গিয়াছে
সন্ধ্যাকাশে কাল মেঘ উঠিয়াছে
ডাকি অনিবার কোথা কর্ণধার
কর ভব পার বাড়ী যাব আমি। ৩৫।

রামপ্রসাদী।

ঐ চরণে লুটায়ে রব
আঁধারে আলোকে চারিদিকে
(সুখে দুঃখে শোকে)
চরণ কমল নেহারিব।

শোক দুঃখ বিভীষিকা
দেখায় জীবে সদা শঙ্কা
এ আশঙ্কা বিনাশিয়ে
ঐ পদলাভে নির্ভয় হব।

ছেলে বেলা করেছি খেলা
ছেড়ে তোমায় ক'রে হেলা
এখন দিন ফুরাল সন্ধ্যা হ'ল
(আর) তিলেক তোমায় না ছাড়িব।

তুমি আমার আমি তোমার
এই মন্ত্র জেনেছি সার
এ জীবন ছেয়ে চরণ রেখে
(মা) মা বলে ঘুমায়ে পড়িব। ৩৬।

প্রাণ পাখী হরি উড়িয়ে দিলে
এত যতনের দেহ পিঞ্জর
রহিল প'ড়ে ধরাতলে।

যখন ছিল চিদাকাশে
তব স্নেহ সহবাসে
কত বুলি শিখায়েছিলে
ভুলে নাই পাখী ভব গোলমালে।

তুমি সাজাও তুমি নাচাও
ভবাকাশে তুমিই উড়াও
আবার আপনি এসে লইলে ডেকে
মিলিয়া দিলে ঐ অমরদলে। ৩৭।

আলেয়া জয়জয়ন্তি। একতালা।

হাসিয়া কাঁদিয়া, অনন্ত লইয়া
কালের সাগরে ভেসেছি,
আঁধারে আলোকে, সুখে দুঃখে শোকে
তরঙ্গ ঠেলিয়া চলেছি।

আশার হিল্লোলে, উৎসাহ কল্লোলে
কত বার জলে ডুবেছি,
বড় বড় ঢেউ ভেদ করিয়া
অনন্তের বলে ছুটেছি।

সাগর বক্ষে আজ উঠেছে তুফান
গগনের মেঘ করে গরজন
ভয় ডরে প্রাণ করে যে কেমন
সাগর পারে কেমনে যাই।

আঁধারে লুকায়ে, কে ডাকে আমারে
"আমি আছি কাছে" ভয় নাই বলে
চির স্নেহ মাখা জননীর স্বর
চিনেছি এ স্বর চিনেছি। ৩৮।

ভয়রোঁ। একতালা।

করিছে আনন্দ সঙ্গীত বিশাল ভুবন
মধুর সঙ্গীতে আজি পুলকিত মন
নানা ভাবে নূতন রাগে   নব প্রেম অনুরাগে
জুড়াব আমাদের এ জড় জীবন।

নভস্থলে রবি শশী   ধরাতলে কুসুম রাশি
নিখিল প্রকৃতি গায় গীত মহান
ভাঙ্গা সুর মিষ্ট সুরে   সকল সুর এক ক'রে
প্রাণে প্রাণে মিলে গাব এক গান।

যারা গেছে তারা আছে   যারা আছে তারা কাছে

ইহ পরকালে গায় এক মিলন তান। ৩৯।

কীর্ত্তন। একতালা।

তোমার চরণ ধরিয়া বক্ষেতে

চলেছি দুর্গম পথে,

আঁধারে আলোকে চলেছি নির্ভয়ে

করুণা লইয়ে সাথে।

মার ধর আদর কর

সকলই তোমার হাতে,

ফাঁকি দিয়ে লুকাইয়ে

পারবে না ত পলাতে,

নীরবে গোপনে বেঁধেছি পরাণে

তোমার চরণ এ অশ্রুতে।

যত কাছে যাই তত আলো পাই

বুঝি দেরি নাই বাড়ী যেতে,

নিরাশার আঁধার রাখিয়া পশ্চাতে

চলেছি সুখের আশাতে। ৪০।

জাগ জগতবাসী

আনন্দ অন্তরে

নব ব্রহ্মানন্দে জাগ

নূতন বৎসরে।

নিত্য নব জাগরণে

নিত্য নব সংকীর্ত্তনে

নব ভাবে বিভুর জয় গাওরে।

লভিয়ে নব জীবনে

নূতন প্রাণে নূতন মনে

নিত্য নব সংকীর্ত্তনে গাওরে।

হৃদে লয়ে নব আশা

নব প্রেমে ভালবাসা

নূতন উৎসাহে ভাই জাগরে। ৪১।

কীর্ত্তন—একতালা।

হরিনাম ল'য়ে এসেছি ধরায়

হরিনাম ল'য়ে চ'লে যাই

হরিনাম সার বুঝিলাম সার

বিনা সব অসার ভুল নাই।

হরিনামে দুঃখ যাবে
হরিনামে মোক্ষ পাবে
হরিনাম ব'লবে কাণে শেষের দিনে
পারে যাবি কোনও ভয় নাই।

হরিনাম করিতে অলস হইও না,
হরিনাম দূরে দূরে রেখনা,
যতন করিয়ে রাখরে হৃদয়ে,
এমন রতন আর কিছু নাই। ৪২।

*

ও ভাই এক পয়সার চা
খাও এক পয়সার চা।
কেশব নিকতনে গিয়ে চাও
এক পয়সার চা।
উঠে যাও ভাই দ্বিতল গৃহে
বসিবার ঘরে।
চৌকি বেঞ্চি পাতা সেথা
টেবিল ঘিরে।
আলাপ কর বোর্ডাস্ সনে,
আনন্দিত মনে।
(আর) ভিক্ষা চাও নির্লজ্জ হয়ে
এক পয়সার চা।

পরিপাটি চার বাটি

তাতে আছে দুধ চিনি।

সাবধানে দোকান হ'তে,

এল পিয়ালাটি।

ধোঁয়া উঠায়ে জানায় বাটি

এই সেই গরম চা।

লোভ বাড়ায় ফুরিয়ে গেল,

এক পয়সার চা।

নালু দাদার খাবার যোগাড়,

সবাই মিলে করিছে।

জিতু সতু বিনয় আদি,

বড় ব্যস্ত রয়েছে।

এত আড়ম্বরের পর

এল পিরিচ্ পিয়ালা।

একি খাবার জান কি ভাই

(সেই) এক পয়সার চা। ৪৩।

পিলু—পোস্ত।

কাঁদিতে পারি না আর

চোখের জল দে মুছাইয়ে,

তুমি যে মা দয়াময়ী

আমি তোমার দুর্ব্বল মেয়ে।

জীবন প্রদীপ নিবে এল
রাত্রির আঁধার ঘন হ'ল
এ আঁধার বিনাশিয়ে
দাও অভয় মা অভয়ে।

ভবের কাজ শেষ হ'লে
ডেকো আমায় "আয়" ব'লে
"মা" ব'লে ছুটে যাব চ'লে,
তব অমৃত আলয়ে।

দয়া ক'রে নিও তুলে
শীতল চরণ ছায়াতলে
রেখো মাগো রেখো তোমার
স্নেহের অঞ্চলে ঢাকিয়ে। ৪৪।

আলেয়া মিশ্র—ঝাঁপতাল।

এসেছি হে মহাদেব
তোমার কৈলাস পুরে
শুনেছি ভকত মুখে
হেথা চিরশান্তি বিরাজ করে।

হাসিছে সদা প্রকৃতি
নিত্য নব সাজে সতী
শ্রান্ত পথিকের শ্রান্তি
শান্তি দানে দূর করে।
যে মোহন দর্শনে ভক্ত মত্ত নিশি দিনে
বারেক দেখাও বিভু সেই রূপ কৃপা ক'রে
যোগেতে জীবিত কর
যোগ ধামে বন্দি কর
আশা ক'রে এসেছি নাথ
স্বর্গে যাব সশরীরে। ৪৫।

ভৈরবী।

প্রেমময়ী প্রেমের রীতি
বুঝাইলে ভাল ক'রে
নিত্য উৎসব আনিয়ে মাগো
ডাক্‌ছ সবে বারে বারে।
তোমারে ভুলিয়ে অলস হইয়ে
ছিনু ভব সংসারে
এসে হাতে ধ'রে কত যে আদরে
ফিরাইয়ে আবার আনিলে ঘরে।

ভাই বোনের সনে তব অন্তঃপুরে
মিলাইলে যদি মাগো দয়া ক'রে
ভক্ত ইচ্ছা পূর্ণ কর (সবার) জীবনে
এই ভিক্ষা যাচি করযোড়ে। ৪৬।

ভৈরবী।

তুমি এক অদ্বিতীয় বিভু নিরাকার
অখণ্ড অগম্য দেব সর্ব্বমূলাধার
একাধারে কত রূপ
ধর ওহে বিশ্বরূপ
অপরূপ তবরূপ ভক্ত প্রাণাধার।
কাশীধামে বিশ্বেশ্বর জ্ঞানের আকর
জগন্নাথে অন্নদাতা প্রভু পরমেশ্বর
শ্রেষ্ঠ তীর্থ বৃন্দাবন প্রেমের আগার
বৃন্দাবন দেবতা তুমি শ্রীহরিসুন্দর। ৪৭।

পূর্ণব্রহ্ম নিরাকার নিরঞ্জন নির্ব্বিকার
তুমি সত্য তুমি নিত্য তুমি সর্ব্বমূলাধার
নয়ন বিকার মোহের আঁধার
ঘুচাও ওহে জ্ঞানের আঁধার
সত্যের আলোকে তোমার গোলোকে
দেখি যত প্রিয়জন আমার।

জ্যোতির্ম্ময় ধাম, মৃত্যুঞ্জয় নাম
ওহে সারাৎসার প্রাণাধার
ভকত বাঞ্ছিত ও চরণামৃত
পানে রাখ মত্ত ভক্ত পরিবার।

মরণের পারে অমর নগরে
অমরগণ সহ করিছ বিহার
লইয়া সাকার ওহে নিরাকার
মিলাইয়ে সবে কর একাকার। ৪৮।

খাম্বাজ। একতালা।

খোল মা খোল দুয়ার মা আমার
বাহিরে দাঁড়ায়ে বল কত দিন থাকিব আর।

এসেছি মা অনেক পথ পেয়েছি বিঘ্ন বাধা কত
(বড়) শ্রান্ত ক্লান্ত দেখ মা একবার
বাহিরে ফেলিয়া যাব জীবনের এ দুঃখ ভার।

তৃষিত তাপিত প্রাণে তৃপ্ত কর শান্তি দানে
দয়াময়ী মাগো আমার।

অশ্রুজলে রুদ্ধদ্বারে

করি আঘাত বার বার।

ভক্ত সঙ্গে তোমার হাঁসি

শুনব আমি দিবানিশি

হেরিব ঘরে স্নেহের ধন আমার

আনন্দ ধামে মিলায়ে

দাও মা দাও আবার। ৪৯।

হৃদয় মাঝে গোপাল বেশে

এস দয়াময়।

এ জীবন ঘর ত খেলাঘর

তোমারই হে লীলাময়।

ভক্ত ভাবে মাতা হ'য়ে

গোপাল তোম্মারে ল'য়ে

খেলব খেলা স্নেহের খেলা

ওহে হরি প্রেমময়।

ইচ্ছা রুচি প্রাণ মন,

কর নব বৃন্দাবন,

তোমার মুখের হাসি দেখে

দেখব জগত হাস্যময়। ৫০।

ওহে দয়াময়, তোমারি দয়ায়
যদি আনিলে পুনঃ হিমাচলে;
তবে তোমার কৃপায় হে প্রেমময়
লভি যেন যোগ সকলে।

হেথা সুশীলা প্রকৃতি
পূজে নিতি নিতি
শ্রীপদ, নব নব ফুলে
কোলে দিয়ে স্থান
গিরি পূণ্যধাম
সমাধি শিখায় যাত্রীদলে।

এই তীর্থবাস,
যোগী ঋষির আবাস,
উদাসী ব্রহ্মে (মানব) প্রাণ উদাস,
পুরাও মম আশ
এই হে প্রয়াস
যেন কৈলাস—বাস হয় যোগ বলে। ৫১।

শিখাও মাতৃভক্তি মোরে
ওমা বিশ্বপ্রসবিনী
তব প্রতিনিধি আমার মা জগতমোহিনী।

যাঁর স্নেহ ছায়া তলে
নিরাপদে ধরাতলে
ছিলাম মোরা সকলে
হায় এবে কোথা তিনি,
তোমার অনন্তধামে
ভকত পিতার বামে
আছেন আমাদের মাতা
যুগল ব্রতধারিণী। ৫২।

অতীতের স্মৃতিটুকু
আছে হৃদে জাগিয়া
একে একে দৃশ্যগুলি
গেছে লুকাইয়া,
বসন্ত সমীর যবে বাহক হইয়া
দিয়াছিল আশা বার্ত্তা প্রাণে প্রবেশিয়া।
সংসার প্রান্তর মাঝে
ছিল যে উদ্যান
আমোদ প্রমোদ ফুল সদা বিদ্যমান,
মেঘে ঝরিত আদর যতন কেবল
সরসী বহিত প্রেমলহরী কল্লোল।

মিহির কিরণ দানে, ঘরে দ্বারে দ্বারে
সকল আঁধার ফেলে ছিল দূরে দূরে,
ধ্বনিত হইত নিত্য উৎসব নহবৎ,
জনরব কলরব উঠিত নিয়ত।
জ্যোছ্না ঢালিয়া দিয়া
পূর্ণিমার শশী
কত কথা ব'লেছিল
মৃদু মৃদু হাসি।
অতীতের কি সবই ভাল
সকলই সুখের
বার্দ্ধক্যে কেবল কান্না
শোক ও দুঃখের। ৫৩।

ঘুরিয়া ফিরিয়া বৎসর বহিয়া
আবার আসিল এদিন
ভীষণ আকারে ঘিরিয়া আমারে
কাঁদালো শোকে যে দিন।
নিঠুর হইয়া লইল কাড়িয়া
যত ছিল আভরণ
বিধবা সাজাল আঘাতে মুছাল
সুন্দর সিন্দুর মম।

সে সায়ং আকাশে ক্ষীণ আভাসে
উঠেছিল কয়টি তারা
শুনিতে আমার কান্না হাহাকার
সাক্ষী কি হ'য়েছিল তারা।

তরঙ্গ তুলিয়া তীর ভাসাইয়া
কাঁদিল সাগর হায়!
ঝটিকা উঠায়ে বেদনা জানায়ে
বেগে ধেয়ে ছিল বায়।

পতিহীনা ক'রে এই সেপ্টেম্বরে
চলিয়া গিয়াছে এদিন
বৈধব্য যাতনা হৃদয় বেদনা
ক'রেছে দেহ মলিন।

ল'য়ে গেছে যদি প্রাণাধিক পতি
রেখেছে এ স্মৃতি কেন
আসে কেন ঘুরে ঘুরে কাঁদাতে আমারে
বারে বারে এদিন হেন।

এসে কোথা হ'তে সুন্দর শরতে
ভাঙ্গিল সাধের ঘর
কোন্ অপরাধে অকালে অকস্মাতে
ঘিরিল আঁধার ঘোর।

দিন ত ফুরাল সন্ধ্যা ত হইল
আর কতদূর সে ধাম
যথায় মিলন কেবল মিলন
বিরহ না পায় স্থান।

ঘুরিয়া বেড়াই কোথা গেলে পাই
আমার সে প্রিয় দর্শন
আবার সাজিতে আবার হাসিতে
আকুল যে মম মন। ৫৪।

ভৈরবী। কাওয়ালি।

আর কত দূর সেই মধুপুর
কত দিনে যাব সে অমরধাম;
যথায় নাহিক কোন, শোক বিলাপ রোদন
চিরশান্তি যথা বিরাজমান।

(এখন) কাঁদিয়ে জননী, দিবস রজনী
দাও মা মুছায়ে অশ্রুজল,
খোল স্বর্গদ্বার, তব প্রেম পরিবার
দেখাও জুড়াও এ তাপিত প্রাণ।

কত অপরাধী, আছি জন্মাবধি
তবুও আশা যাব অমরধাম
পাব পরিত্রাণ বিধানের বিধান
তুমি যে ভক্তাধীন ভগবান।

ওপদ কমলে, নিও মা নিও তুলে
ভববাস যবে ফুরাবে
হাসিতে হাসিতে দেখিতে দেখিতে
যাব তব পাশে হে প্রাণারাম

(মিশে অমর দলে মা তব পদতলে
শীতল হইব অমৃত করি পান)। ৫৫।

বিষাদ—স্থর।

বাজ্‌রে ভাঙ্গা বীণা;
ভাঙ্গাবীণা জীবনবীণা
কোমল কড়িতে বাজ্‌ এক বার।

ভৈরবী বেশে ভৈরোঁর উদ্দেশে
উদাস ভাবে বাজও তার
সাহানা ললিত তান স্থললিত
অতীতের গীত বাজিবে না আর।

নাহি আর তোর স্বর লয় মান
নাহি বাজে তারে মোহন তান
ভৈরবী সুরে বাজ্ ধীরে ধীরে
আমার লুণ্ঠিত বীণা বাজ্‌রে আবার।

দেহ মন প্রাণ ছিঁড়িয়া গিয়াছে
হাসির ঝঙ্কার নীরব হ'য়েছে
এখন ভাঙ্গা তারগুলি, মিলায়ে ল'য়ে
কি সুর বাজে বীণায় দেখ্ একবার।

শুনিতে তোর্ বীণার করুণ স্বর
ভাই বোনের দেখ্ কতই আদর
নীরবে সুরবে, মৃদু মধুর রবে
(বাজাও বিধানের জয় জীবন তার)
বাজ্ জীবন বীণা বাজ্ আর একবার। ৫৬।

কোথা হ'তে কাল মেঘ
নীলাকাশে আসিল।
উঁকি ঝুঁকি মেরে ঘরে
কোথা গিয়ে লুকাল।
কোথা হ'তে ছুটে এসে
চকিতে সে পলাল।
আঁধার খানা সঙ্গে এনে
আঁধার থুয়ে চলে গেল।

কে ডেকেছিল মেঘ খণ্ড

কে চেয়েছিল তাহারে।

ধারেক যদি দেখ্‌তে পাই

সুধাই "কিসের তরে"

কালবরণ মেঘে ঢাকা

আসি সর্ব্বনাশী

কোলের ভিতর লুকিয়ে মেঘ

এনেছিল অসি।

আমার জীবন মাঝে এসে

কেটে দিল ফাঁস।

যে বন্ধনে, ঝুল্‌তে ছিল, প্রাণের যত আশ। ৫৭।

ভয়রোঁ—ঠুংরী।

ওহে জন্মদাতা গৃহ দেবতা

বিধাতা বিভু প্রণমি পায়।

তোমারি ইচ্ছায় এসেছি ধরায়

ইচ্ছা পূর্ণ কি হ'য়েছে ইচ্ছাময়।

সংসারে যতনে বিবিধ রতনে

সাজাইলে মোরে তোমার কৃপায়।

আবার তোমার ইঙ্গিতে সাজ সজ্জা হ'তে

হইনু বঞ্চিত ওহে লীলাময়।

একে একে কত মাস বর্ষ গত

হ'য়েছি হে নাথ শ্রান্ত পথভ্রান্ত

বারেক কৃপা ক'রে দয়ামাখা স্বরে

বল "তুষ্ট আমি তোর প্রতি" দয়াময়। ৫৮।

ঠাকুর তোমার সবই ভাল

সব ভাল সবই ভাল,

যা কর তাই ভাল ভালর যে সবই ভাল।

যারা বলে দেখি নাই

তারাই ত রূপে পাগল,

যারা বলে বুঝি নাই

তারাইত বুঝেছে ভাল।

কথা বল তাও বেশ

নাইবা বল্লে তাহাও বেশ,

মার ধর আদর কর

সব ভাল সবই ভাল।

নাইবা তোমায় জানিলাম

নাইবা কথা শুনিলাম,

তুমি ঈশ্বর তুমি রাজা

তা হ'লেই হ'ল সব ভাল।

কাছে থাক খুবই ভাল
দূরে থাক তাহাও ভাল,
নির্গুণ তুমি সেই ভাল
সগুণ তুমি বড় ভাল। ৫৯।

ভৈরবী। তেওট।

ঘিরিল ঘোরাল প্রেম প্রবল
নীরদ বিশ্ব নভঃ ঢেকেছে।
মেঘরাশি জালে, জড়িত ধরাতলে
মুসল ধারে কৃপা বর্ষিছে।
অশনি গর্জ্জনে, কাঁপায়ে ভুবনে
বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি করিছে
আঁধারে দিশি দিশি বিদ্যুৎ চমকি হাসি
সতীত্ব আশার আলো ঢালিছে।
স্বন্ ঐ স্বন্ রবে বায়ু বহিয়া বেগে
মুক্তি সমাচার জীবে দিতেছে
নীরবে নিরন্তর নির্ঝর ঝর ঝর
নির্ম্মল পূণ্যধারা ঝরিছে।
থেক না আর নিদ্রিত (ওরে) ভ্রান্ত মানব যত
পর্ব্বত গম্ভীর স্বরে বলিছে
ঐ দেখ আকাশ মাঝার চল্লিশ হাজার
বেদ, বেদান্ত শূন্যে ছুটেছে। ৬০।

ভয়রোঁ—খং।

পার্ব্বতীর সনে মন পূজ বিভু চরণ
প্রকৃতি মাঝারে সদা স্রষ্টা বিদ্যমান।
মৃদু মৃদু বহিয়া বায়, লতাপাতা হেলায়ে যায়
বৃক্ষদল প্রেমভরে করে চামর ব্যজন
ফুলে ফলে নতশিরে করে বিনীত প্রণাম।

পর্ব্বত শিখরে হিমানী উপরে
ভুমান মহান জাজ্জল্যমান
মেঘের কোলে বিদ্যুৎ হেসে বলে
"তৎ সৎ ব্রহ্মে পরিত্রাণ।"

রবি শশী আদি যত গ্রহদল
করি ঝলমল উজলিছে ভুবন
সে শুভ্র জ্যোতির ভিতর
হের জ্যোতির্ম্ময় ভগবান।

সকলের আদি এক পুরুষ নিরঞ্জন
ত্রিভুবন লুটায়ে করে তাঁহার বন্দন
এক প্রেমে মাতি সবে হ'য়ে এক প্রাণ
এক সুরে গাই সবে জয় জয় গান।
(প্রাণে প্রাণে মিলে করি মহিমা গান)। ৬১।

বাউলে—খ্যাম্‌টা।

আমি পূজব তোমায় ফুলে
নানা রঙ্গের ফুল এনেছি যতনে তুলে
তোমার করা তোমার গড়া
সুরঞ্জিত মনোহরা
ভরা পুরা বসুন্ধরা
রাশি রাশি ফুলে
মিলে এই ফুলদলে
(আজি) পূজব মা কমলে।
সাধ্বী সতী চরিত
সুবাসিত প্রস্ফুটিত
নানা রং বিচিত্র অতুল ভূতলে
এই পুষ্পরাজি পরিদলে
(আজি) দেখ্‌ব (তব) পদতলে। ৬২।

আশীষ মাগিতে মাগো এসেছি চরণে
মাথা ভ'রে আশীর্ব্বাদ কর জন্মদিনে।
ভগিনীর (সুচারুর) সংসার তব প্রিয় পরিবার
লক্ষ্মীরূপে আলো ক'রে থাক নিশিদিনে।
চোখের জল মুছাইয়ে দাও
পরীক্ষা ফেলিয়ে দাও
উঠাও হাসির ধ্বনি পুনঃ সুচারু জীবনে। ৬৩।

আমার প্রাণ যে কাঁদে
তোমার তরে (হে)।
লুকায়ে আছ কোথায়
বন্দরে না শিখরে (হে)।
প্রাণের বেদনা বহিয়া নাথ
এসেছি যে অনেক পথ
হেরিব তোমারে অন্তরে বাহিরে
এ আশা ক'রে (হে)।
সাধু মহাজন পায় দরশন
শিখায়েছে পুরাতন বিধান
নূতন বিধানে পাপী তাপীজনে
পায় যে তোমারে (হে)। ৬৪।

মুলতান। একতালা।

জয় জয় তোমারই জয়
জয় তোমারি
ভুলোক দ্যুলোক প্রণত শিরে
করিছে স্তব তোমারি।
রবি শশী তারা নীরদ ধারা
গায় জয় বিশ্বব্যাপী হরি।

অনন্ত হিমানী শীতল বৃক্ষপাতি
করিছে পূজা তোমারি।
আকাশে আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে
গায় পাখীদল তব নামের সারি।
নিখিল প্রকৃতি ধন্য হ'য়েছে
মহিমা তব প্রচারি।
নূতন বিধান দেবতা তুমি
ব্রহ্মানন্দ হৃদি বিহারী।
করি জয় ধ্বনি ভাই ভগিনী
বলি জয় জয় শ্রীহরি। ৬৫।

ঝিঁঝিঁট। খ্যামটা।

আমার ভবের খেলা ফুরাইল
মা ব'লে এখন ঘরে যাই।
এত যতনের ঘর সাধের খেলা ঘর
ভেঙ্গেছে মায়ে ব'ল্‌তে চাই।
দিনের বেলা কত খেলা
দেখেছি আনন্দ মেলা
আমায় ফেলে একে একে
চ'লে গেল কত ভগ্নী ভাই।

আর দেরী করিব না
আঁধারে আর খেলিব না
এখন মার কাছে গিয়ে
চরণ তলে শুয়ে হৃদয়ের সকল ব্যথা জানাই ;
আছে মার কাছে আমার সবই আছে
তাই বলি আমার ভাবনা নাই। ৬৬।

এত রূপ কে ঢেলেছে
ফুলের ভিতরে।
তুমি কি ফুল দিবানিশি
ঢুল্‌ছ রূপের ভরে।
কত শোভা মনোলোভা
ফুলের মাঝারে।
বাহারে ফুল প্রাণ আকুল
তব রূপ হেরে।
এত রূপ তোমর কুসুম
জগতে যে অতুল।

তব তিল ভোর রূপ

দিবে কি আমারে।

দেবতার পূজার তরে

আনে তোমায় যতন ক'রে ।

বিভুপদে ভক্তি ভরে

রাখে ভক্ত আদরে। ৬৭ ।

কাফি খাম্বাজ । একতালা ।

উঠিল উড়িল ঐ বিজয় নিশান
আনন্দে হিল্লোলে দুলে করিছে আহ্বান
অনন্ত মহান দেবের সত্যের প্রমাণ ।

সাজরে সেনাদল নববিধানীদল
জয়টিকা শিরে সবে কর ধারণ।
জয় জয় রবে নরনারী সবে
সাজ বীর বেশে করিবারে রণ
এই ক্ষুদ্র সেনাদলে ভীম বিশ্বাস বলে
জয় করিবে যত দেশ ও গ্রাম।

যবে বৈরীদলে সদলে সবলে
করিবে বিধানী সেনা আক্রমণ
তখনই নিষ্কোষি শাণিত প্রেম অসি
আঘাতে প্রেমে জখম কর রিপুগণ।

যবে অবিশ্বাসীগণ দেখায়ে বিক্রম
বিনাশিতে আসিবে বিশ্বাসী জীবন
করি হুঙ্কার গর্জ্জন বিধানী সেনাগণ
বক্ষচিরে দেখাইও ভগবান।

জয়ডঙ্কা বাজাও মাভৈঃ রবে দেশ কাঁপাও
গাও সেনাদল জয় গান
কি ভয় মরণে রণে
নির্য্যাতনে অপমানে
বিধান দেবতা পদে সঁপেছে পরাণ।

পাপতাপহারি সুখদাতা হরি
এসেছেন ভক্ত সঙ্গে দিতে প্রাণ
জয় নূতন বিধান
জয় ভক্তের ভগবান
পতাকাতলে লুণ্ঠিত হ'ল বিশ্বধাম। ৬৮

দিনের আলো চ'লে গেল
আসিল সন্ধ্যা আঁধার ল'য়ে
রোগ শোক বার্দ্ধক্য
এককালে কেন এল ধেয়ে।

শৈশবের হাসি খুসি
পুণ্যমাখা স্নেহরাশি
রেখে এলাম খেলা ঘরে
অন্যদের তরে
সম্মুখে যৌবন হেরি গেলাম ছুটিয়ে।

কত প্রেম ভালবাসা
প্রাণের মাঝে কত আশা
আমোদে আহ্লাদে পূর্ণ যৌবনের ঘর
অতুল ধন বিভব আদর গৌরব
সকলই সুখের ছিল যৌবন হৃদয়ে।

কোথা সে শৈশবের সরল ভালবাসা
কোথায় সে পূর্ণ ঘর যৌবনের আশা
অতীতের কাছে সব এলাম ফেলিয়ে
অদূরে আরতির আলো দেখিতেছি চেয়ে। ৬৯।

(তোমায়) আর যেন না হারাই
অন্তরে বাহিরে সদা
দেখিবার চাই।

আকাশে বাতাসে তুমি
পাহাড়ে জঙ্গলে তুমি
ফল ফুলে মেঘে জলে
আছ সকল ঠাঁই।
আছ গৃহ পরিবারে
আছ সন্ন্যাসে সংসারে
সাধু সাধ্বীর অন্তরে
আছ সর্ব্বদাই।
আছ যদি সকল স্থানে
থাক যদি সেবিকা প্রাণে
ডাক্‌লে যেন হরি ব'লে
তব সাড়া পাই। ৭০।

কত ভালবেশে মধুর ভাষে
ডেকে আনিলে হে
সকল তাপ দূরে যাবে
ব'লে হে।
দরশনে পরশনে
নানা প্রসাদ বিতরণে
সুখী করিলে হে
মোহন রূপে মগ্ন রাখ
দুঃখী ব'লে হে।

যদি যাই হে ভুলে
রাখি তোমায় দূরে
এমনই ক'রে রেখো
শীতল চরণ তলে হে। ৭১।

ঝংলা। একতালা।

তুদিনের তরে, প্রবাসে এসে
রহিলে মন পরের ঘরে
ভাড়া ফুরাল, সময় হ'ল
দেনা পাওনা চুকিয়ে দেরে।

এসে ভাড়া ঘরে, নিজে ব্যয় করে
সাজাইলে কত যতন ক'রে
কিন্তু যাবার সময়, মন রে
শুধু হাতে গেলি
রেখে গেলি সব পরের তরে।

ক'রে থাক যদি কিছু উপার্জ্জন
গোপনে রেখো সে সঞ্চিত ধন
ভাই বোনে ঘরে, আছে আশা ক'রে
দিও কিছু হাতে আদর ক'রে। ৭২।

প্রভাতের সনে মাতঃ
নমি পাদপদ্মে
আশীষ ঢাল গো মাতঃ
সন্তানের মাথে।

জীবনে মরণে তুমি
তোমারই সন্তান আমি
ইঙ্গিতে চালিত হব
এ জীবন ক্ষেত্রে ।

তব চরণ ধরে রব
চরণ ধরে বেড়াইব
চরণে ভয় ভাবনা
সকল তাপ ফেলে দেব।

তোমারই কাজ করিব
ভক্ত ইচ্ছা পালিব
পথে ঘাটে সকল স্থানে
রহিব সাথে সাথে। ৭৩।

আজি প্রকৃতি হাসে হাসে
উষারাণী কোলে সতী হাসে উল্লাসে।

যামিনী আঁধার ল'য়ে পলায় তরাসে
রবির কিরণ জালে প্রকৃতি প্রকাশে
শিশির সিক্ত ফুলরাশি হাসে নববেশে
অলিকুল গুঞ্জরিয়া ধায় মধু আশে।

সৌরভ রতন হরণ ক'রে বহে সমীর ধীরে ধীরে
হরণের ধন ফেলিয়ে যায় জগতজনে ভালবেশে
মধুর সাজে আনন্দ উচ্ছ্বাসে
অনন্ত রূপ সাগরে প্রকৃতি সতী ভাসে। ৭৪।

কীর্ত্তন। একতালা।

একা আমার যেতে পথে
বড় যে মা ভয় করে।
দুর্গম পথে আঁধার রাতে
যেতে পা নাহি সরে।

পথ দেখাও আলো ধ'রে
বল ঘাট আর কত দূরে।
তোমার করুণা তরী বাঁধা যথা
আছে আমার তরে।

রেখে এলাম হাসি খেলা, পরের সম্ভোগের তরে
ব'লে এলাম থাক সুখে ভাল ক'রে নিজ ঘরে
এনেছি সাথে পথের সম্বল, মা তোমার নামটি কেবল
হাত ধ'রে দয়া করে লও গো তুলে নায়ের উপরে। ৭৫।

পুরবী। আড়াঠেকা।

কত যে করুণা মাতঃ দিতেছ এ প্রাণে ঢেলে
এ অমূল্য রতন কে পেয়েছে কোন্ কালে।

আমার নাহি ভজন সাধন
ভগ্ন প্রাণ ভগ্ন জীবন
তবু এত আদর যতন
করিছ মা ক'রে কোলে।

জেনেছি জেনেছি তারা
তুমি মা সারাৎসারা
তোমাতেই আত্মহারা
হই যেন মা কমলে।

ডাকব তোমায় মা মা ব'লে
থাক্‌ব পরে পদতলে
এত দয়া এত দান
রাখব আমি মাথায় তুলে। ৭৬।

দ্বার খুলে "হরিদ্বার" ডাকে বারে বারে
নববিধানী তোরা আয় ত্বরা ক'রে

হরিদ্বারের বংশীধারী
ভকতের শ্রীহরি
তাঁর পদ ধৌত করি
বহে গঙ্গা শতধারে।
দেখরে ভক্তির চক্ষে
বিশ্বাস আলোকে
হরিদ্বারের শ্রীহরির মন্দিরে

শোক তাপ যাবে দূরে, ডুব দিলে এই গঙ্গানীরে
গাওরে বিধান দেবের জয় গান প্রাণ ভ'রে। ৭৭।

বারেঁায়া। ঠুংরি।

এসেছি হে দেব আজি কংখল ভবনে
সতীত্ব মাখা এই তীর্থের স্থানে।
সতীর সতীত্ব নাথ, হয়েছিল পরীক্ষিত
শেষে পতি পরাজিত সে প্রেমের জীবনে।
করযোড়ে ভিক্ষা চাই, সতীত্ব কণা যেন পাই
পতির পতি বিশ্বপতি স্থান দাও চরণে। ৭৮।

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

হরিদ্বারের গঙ্গাজলে
ডুব্‌ব সবে হরিবোলে
সকল পাপ ধৌত হবে
এই পুণ্যের সলিলে।
নীল ধারা গঙ্গাধারা
শতধারা চারিধারে
প্রেমধারা তার মাঝে
ডাকে সব "আয়" ব'লে।
ভক্তজীবন পূণ্যনদী
বহিতেছে নিরবধি
মহাতীর্থময় নীরে
হের ধরাতলে। ৭৯।

বাউলে—সুর।

ওহে হরি দয়াময়
সর্ব্বতীর্থের মূল তীর্থ (তব) নব দেবালয়।
হরিদ্বার দ্বার খুলে, ডাক্‌লে সবে আয় ব'লে,
হরি ব'লে গেলাম ছুটে শীতল ছায়ায়।
ডুব দিলে সেই গঙ্গাজলে সকল তাপ যায় চ'লে
ভকতের ভাগীরথী দেখালে আমায়
ওহে হরি দয়াময়।

কংখালে অপরূপ রূপ শিব কোলে সতীরূপ
দিতেছে সত্যযুগের প্রেমলীলার পরিচয়।
সতীত্ব অমূল্য রতন সতীর একমাত্র ধন
সেই ধনে যে ধনী কংখাল বড় পুণ্যময়।
তাহাও দেখালে আমায়।
বেনারসের মহেশ্বর, বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বর
পূজে যত নারীনর প্রাণভ'রে নিরন্তর
বিশাল আরতি করে
ভক্তিভাবে করযোড়ে
এক স্বরে গায় সবে বিশ্বেশ্বরের জয়।
তাহাও দেখালে আমায়।
সারনাথের ভগ্ন প্রাচীর যথায় বসি শাক্যবীর
বিতরিলেন শান্তি মুক্তি পাপী তাপী জগতজনে
পুণ্যস্মৃতি গাথা গায় শ্রবণে প্রাণ উদাস হয়
দেখিনু সে পুণ্যভূমি তোমারি কৃপায়।
ওহে হরি দয়াময়।
ল'য়ে নব নব ভাব, দেব তব আবির্ভাব,
বিধান সর্ব্বতীর্থময় হেরি জুড়ায় হৃদয়।
বলি জয় বিধানের জয় জয় বিধানের জয়
জয় ভক্তের হরির জয়।
ওহে হরি দয়াময়। ৮০।

লগ্নী। ঢিমে তেতালা।

শীতল সলিল ঢালিয়া অঙ্গে

বহিছে গঙ্গে শৈলসুতে।

দীপমালা গলে ফুলরাশি জলে

মরি কি শোভা গিরিদুহিতে।

চামর ব্যজন করিছে পবন

তরঙ্গ তুলিয়া ধীরে ধীরে

গঙ্গার মহিমা গঙ্গার গরিমা

গাইছে আরতি আনন্দেতে।

তব কূল জলে কুলবালা দলে

করিছে স্তব স্তুতি নীরবে

মুদিত নয়নে সাধু ভক্তগণে

বন্দনা করে যোড়হাতে।

কত নারী নরে ত্যজিয়া সংসারে

এসেছে বারাণসী তীর্থে

দেহ অবসানে এ মহাশ্মশানে

লইছ তাদের বক্ষ পেতে। ৮১।

ওহে পবিত্র কর এ চরিত্র

সুনির্ম্মল শুদ্ধং

প্রভু পরিত্রাতা স্বর্গের দেবতা

পুণ্যময় অপাপবিদ্ধম্।

ত্রিতাপ হরণ, পাপ বিমোচন
সঙ্কট বারণ ওচরণ
হৃদয় মাঝে পুণ্য সরোজে
পূজিতে বাসনা পাদপঙ্কজ। ৮২।

ধন্য গো জননী তোমার করুণা
এ জীবন তোমারই মা করুণা কণা।

যখন যাই দূরে দূরে
দেশ হ'তে দেশান্তরে
বেড়াই ঘুরে ঘুরে
তব দয়া কাছে থাকে তিলেক ছাড়ে না।

গেলাম গিরি উপরে কাননে প্রান্তরে
ছুটে পথে ঘাটে
তব দয়া চারিধারে
বারেক ভোলে না।

যাহা কিছু ভালবাসি
তখনই এনে দেয় হাসি
বলে আর কাঁদিস্ না
ডুব্‌লে জলে ক'রে কোলে
একা রাখে না।

করুণার উপর করুণা
করুণার অপার মহিমা
নাহি তুলনা
করুণায় মুক্তি শান্তি
করুণা সান্ত্বনা। ৮৩।

ওহে কৃপানিদান পিতা দয়াবান্
তোমার চরণে বিভু আছে এ পরাণ
দয়াতে ভূষিত করিয়ে আমারে
পাঠালে প্রবাসে ভবের মাঝারে
নিত্য নব সাজে সংসার মাঝে
দিতেছ দয়ার প্রচুর প্রমাণ।
কি আর চাহিব তব দয়া বিনে
কি আর দেখাব এ পাপ জীবনে
তোমা হ'তে তব দয়া বড় সবে জানে
দয়াল ব'লে পারে যাব দয়ার নিধান। ৮৪।

ওহে প্রেমময় করি প্রেমভিক্ষা ওচরণে
প্রেমে ভূষিত কর এ দীন সন্তানে।
দাও মোরে প্রেম নব
পুণ্যমাখা অনুরাগ
সুখী হব দিয়ে নব প্রেম জগতজনে।

তোমার প্রেম প্রভাবে
কুটিলতা দূরে যাবে
জীবন মধুময় হ'বে প্রেমব্রত সাধনে।
পরের সেবায় ধন্য হব
নিঃস্বার্থ প্রেম ঢেলে দিব
সাধিব প্রেমের ব্রত জীবনে মরণে। ৮৫।

আমার উপর রাগ ক'রে ভাই দূরে থেকনা,
দূরে থেকনা, দূরে থেকনা।
গালি আমায় দাও তুমি
মাথায় তুলে লব আমি
কিন্তু অন্যের কাছে
স্নেহ দিতে কৃপণ হইও না, কৃপণ হইও না,
কৃপণ হইও না।
চোরের উপর রাগ ক'রে
মাটিতে যদি পাত পড়ে
নিজের ক্ষতি নিজে করে
কিছু বোঝে না, কিছু বোঝে না,
কিছু বোঝে না।

পরের কথায় কান দিও না
আপন জনে পর ভেবো না
একবার কি ভাই ভালবেসে
"ভাই" বল্‌বে না, "ভাই" বল্‌বে না,
"ভাই" বল্‌বে না। ৮৬।

ললিত—যৎ।

মা শান্তি বিধায়িনী, ভকতজননী
শান্তি পদে, শান্তি ভিক্ষা করি ভাই ভগিনী
শান্তি দানে তুষ্ট কর, ওমা মুক্তিদায়িনী
পদপ্রান্তে উৎসবান্তে প্রণমি উৎসবের রাণী।

আনন্দ নীরে ভাসায়ে রাখিও কৃপাদায়িনী
বরষি মধুর কথা অমৃতবর্ষিণী
আশার কথা শুনাইব, আশার পথ দেখাইব,
মুক্তি শান্তি বক্ষে ল'য়ে, প্রেমের হাসি হাসিব,
দেখো মাগো কাছে থেক
শুনিও সদা আশা বাণী
হাসিয়ে করিও প্রাণে তব হাসির প্রতিধ্বনি।

কমল সরঃর চারিধারে নিরখি আজ তোমারে
উৎসবের রত্নরাশি রাখ্‌ব হৃদয় ভিতরে
পাপাসুর পরাজয়, করিব তোমার কৃপায়
চলিব জীবন পথে, হ'য়ে নিশ্চিন্ত নির্ভয়
রাগ হিংসা যাবে টুটে
শান্তি কমল উঠ্‌বে ফুটে
শান্তি ধাম সম্মুখে রেখে ছুট্‌ব দিন রজনী। ৮৭।

কীর্ত্তন। একতালা।

(আজি) আদরে যতনে রাখিব গোপনে
তোমার দয়ার দান
(এবার) উৎসব আহ্বানে তব স্নেহ টানে
হাসাইলে এ ভগ্ন প্রাণ।
(হে দয়াময় হরি কত দয়া করি)
দেখাইলে শোভা, ভক্ত মনোলোভা
তব রূপ কৃপানিধান।
এখন এই ভিক্ষা করি শ্রীচরণ ধরি
মোরে দাও দিতে হবে ত্রাণ। (এই পাপী জনে)
(কৃপা ক'রে হে করুণাময়)

যেন রাখি না তোমারে আর দূরে দূরে
ভক্তাধীন ভগবান্।
গাব জীবনে মরণে, আনন্দিত মনে
জয় নববিধান।
(ও চরণ বক্ষে ধ'রে ভাই বোনে মিলে)। ৮৮।

বিভাস—একতালা।

ওগো মা তারিণী অনন্তরূপিনী
সুখ শান্তি দিতে এসেছ আপনি।
তব আশীর্ব্বাদে করুণা প্রসাদে
বর্ষিলে আনন্দ (দীন) সন্তানগণে।

আহা মরি কিবা কৃপা অনুপম
পাপী তাপী জনে দেয় আলিঙ্গন
অনন্তের আশে করুণার বশে
মিলিল তব পুত্র কন্যাগণ।

খুলিয়ে সুধার ভাণ্ডার দুয়ার
দীন দুঃখীগণে ডাকি বার বার
কোটি হস্তে স্বর্গ সুধা বিতরিয়ে
জুড়াইলে প্রাণ ত্রিতাপহারিণী।

চরণে লুটায়ে যাচি করযোড়ে
থেক মা থেক সবার অন্তরে
আর বিচ্ছেদ যাতনা
যেন সহিতে হয় না
দয়াময়ী মা সুখদায়িনী।

ভকতের তুমি বড় ভাল মা
মা নামের মাগো অপার মহিমা
রূপ গুণের তব নাহি তুলনা
তুমি দুঃখ মোক্ষদাত্রী বিশ্বপালিনী। ৮৯।

সিন্ধু খাম্বাজ। আড়াঠেকা।

অনন্তরূপিনী মাগো
রাখ অনন্তে লুকায়ে
অনন্ত স্বরূপে রাখ
ভাসাইয়ে ডুবাইয়ে।

কালের কালো যে ভীষণ কালো
এ কালো লাগে না ভাল
তব কালরূপে অনন্তকাল
রাখ কালী 'কাল' নাশিয়ে।

যোগের আঁধার গভীর কালো
তার মাঝে তুমি কালো
তব পদে দুই কাল
খেলে আনন্দে মিলিয়ে। ৯০।

পাগ্‌লি আমার মা জননী
দেখ্‌ছি মুখ চেয়ে (অবাক হ'য়ে)
পাগ্‌লা গারদ তোমার রাজ্য
পাগল যত ছেলে মেয়ে।

ঘর দরজা নহে রুদ্ধ
নাহিক কুলুপ তালা
ধন ঐশ্বর্য্য চারিধারে
আছে ঢালা ঢালা
যে পারছে লুট্‌ছে এসে
ধরছ না ত ধমক দিয়ে।
প্রেমে তুমি উন্মাদিনী
প্রেমের তরে ভিখারিণী
প্রেম ভরে ডাক্‌লে মাগো
ছুটে এস উধাও হ'য়ে। ৯১।

মিশ্র কানেড়া। একতালা।

প্রভু বিশ্বপাতা পরম দেবতা
নমি পাদপদ্মে বার বার
তোমার চরণ দীনশরণ
পাপী তারণ করে ভব পার।

রোগ শোক জরা ভারে নত ধরা
হেরি জীবে দুঃখে করে হাহাকার
কাঁপায়ে মেদিনী শুনাও হে বাণী
ভক্ত জীবন শঙ্খ বাজাও হে আবার।

দাও হে মানবে শুভ্রজ্ঞান জ্যোতি
দাও হে সবারে মুক্তি শান্তি প্রীতি
হেরিয়ে তোমার মোহন মূরতি
চির সুখী কর ওহে প্রেমাধার।

পিতা পরিত্রাতা বিশ্বের বিধাতা
শুনাও বিধান কাহিনী ঝঙ্কার
হ'য়ে এক প্রাণ, ধরি এক তান
(তব) নিরাকারে সাকার হই একাকার। ৯২।

সিন্ধু—পোস্ত।

কেন গো মা বিশ্বরাণী
এমন দীনের বেশে আমার দ্বারে।

সিংহাসন আজি ত্যজি
কেন মম কুটির দ্বারে
ব্রহ্মাণ্ডটা দাসী যাঁহার
কিসের অভাব তাঁহার
তুমি যে মা ত্রিলোক রাণী
ভিক্ষা পাত্র কেন করে।

রবি শশী তব শাসনে শাসিত
নিখিল প্রকৃতি সেবিছে নিয়ত
(তবে) ভিখারিণী বেশে
দাঁড়াইয়ে কিসের তরে।

ক্ষুদ্ ভিক্ষা কর্‌তে কি গো
এলে কাঙ্গালিনী হ'য়ে
লইতে দুর্ব্বল মেয়ের
ক্ষীণ "মা" ডাকাটি আদর ক'রে। ৯৩।

বিভাস—একতালা।

নীরব সাধনে নীরব ভজনে
নিত্যানন্দ নিত্য তোমায় ডাকিব।
জীবনে মরণে নিভৃতে গোপনে
পূজিব তব পদ বল্লভ।

ফেলিয়ে নীরবে নয়নের জল
নীরবে ধুইব চরণ কমল
নীরবে বেদনা, পদে নিবেদিব
লব শিরে তুলে হাসিখানি তব।

নিঃশব্দে খুলিয়ে হৃদি কুটীর দ্বার
আশা পথ চেয়ে রব হে তোমার
নিতি নিতি আসি কুটীরে প্রবেশি
লইও তুলিয়ে মম "নীরব"। ৯৪।

আলেয়া—একতালা।

তোমারই মা তোমারই
চিরদিন আমি তোমারই
ধনে জনে মনে জীবনে মরণে
তোমারই আমি তোমারই।

সুখের হাসিতে তোমার করুণা
শোকের অশ্রুতে তোমার সান্ত্বনা
চারিধারে আছে ক্রোড় প্রসারি
তোমারই আমি তোমারই।
দূরে আছ ভেবে অভিমান করি
কাছে আছ দেখে কেঁদে পায়ে পড়ি
হৃদয় মাঝারে মা পূজা করি
ওগো মা আমি তোমারই। ৯৫।

বাউলে—সুর।

কে ডেকে ডেকে চলে যায়।
নেচে নেচে ডেকে ডেকে
হরিনাম বুঝি চলে যায়।
(ব'লে আয় ও জগতবাসী আয় সবে আয় আয়)
উঠেছে রবি উজলি গগনে
জাগাইছে মৃত মানব জীবনে
নীল আকাশে দলে দলে পাখী
হরিনামের সারি গেয়ে উড়ে যায়।
নামের পরশে ফুটেছে হরষে
রাশি রাশি ফুল হেরি নয়নে
নামের সৌরভ ঢালিয়া পরাণে
আবার বুঝিবা ঝরিয়া যায়।

মৃদঙ্গ বাজিয়া নাচাইল প্রাণ
একতারায় বাজে মধুর মা নাম
পবন ছুটিছে মানবে ডাকিছে
আয় শুভক্ষণ বুঝি ব'য়ে যায়।

দেখ ভাই এ নাম আর ভুল না
হারাধন পেলে আর ছেড় না
যতনে হৃদয়ে রাখিয়ে এ নাম
বল নাম "কর্ণধার" নাম "দয়াময়"।

নাচে হরিনামে আজ জগতবাসী
দেখে দেব দেবী নিত্য ধামবাসী
নেচে নেচে যায় পাগলের প্রায়
ডাকে হরিনাম "আয়" "আয়" "আয়" ।৯৬।

ইমনকল্যাণ—তেওরা।

হে রাজ রাজন, মূরতি মোহন,
পূজিব চরণ হিয়ার মাঝারে।
এ হৃদি সিংহাসন, তোমার আসন,
বিরাজ রাজন মম অন্তরে।

প্রতি ঘরে ঘরে মন্দিরে মন্দিরে
প্রান্তরে শিখরে কাননে সাগরে
তারকামণ্ডলে রবি শশী জালে
মহিমা গায় তব মহান্ ঝঙ্কারে।
ভূলোক দ্যুলোক সর্ব্ব ভুবনপতি
ভীম প্রতাপশালী বিশ্ব অধিপতি
পুণ্যাত্মা সারি সারি, দাঁড়ায়ে প্রহরী
আদেশ পালিছে গোলকপুরে।
যোগী ঋষি মুনি করে আনন্দ ধ্বনি
দেবগণ গায় জয় একস্বরে
আমিও ওপদ প্রান্তে হে রাজন্ একান্তে
লুটায়ে নমি রাজ রাজেশ্বরে। ৯৭।

রামপ্রসাদী সুর। একতাল।।

লও গো মা লও তুলে
(আমারে) সকল জ্বালা দূরে ফেলে
দুঃখী বলে দয়া ক'রে
রাখ শীতল চরণতলে।
তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব
এমন আদর কোথায় পাব
তুমি যে মা শান্তিময়ী
সকল শান্তি তোমার কোলে।

মুখপানে চেয়ে রব

কেবল মা ব'লে ডাকিব

ঐ পাদপদ্ম মুক্তিপ্রদ

ধুইব মা চক্ষের জলে। ৯৮।

বারোঁয়া—ঠুংরী।

এসেছি মা দয়াময়ী তব প্রাসাদ সম্মুখে

যুক্ত করে ভিখারিণী কাতর প্রাণে করে ভিক্ষে।

দেখ মা কৃপা কটাক্ষে

বাড়ীর ভিতর লও গো ডেকে

দাসী হ'য়ে থাক্‌ব সুখে

তোমারই ঐ প্রেমকক্ষে।

তাকাও মা করুণা চক্ষে

হৃদয় ব্যথা বুঝবে দেখে

দাও মা শীতল চরণে রেখে

এ তাপিত ভগ্ন বক্ষে। ৯৯।

মিশ্র খাম্বাজ। খেমটা।

এলে কি গো মম হৃদয়ে

তবে যেওনা ফিরে নিদয় হ'য়ে

আমারে আবার কাঁদায়ে।

ও মা কাঁদছি কাতরে কত
মা মা ক'রে ভবের মাঝারে
ডাকিতেছি যে নিয়ত।

পাপীর ক্রন্দন করেছ শ্রবণ
এসেছ কি তাই ছুটিয়ে
এলে যদি মা ছেড়ে যেওনা
যাও যদি যাও সঙ্গে ল'য়ে।

(তোমার) আনন্দ ঘন বরণ
আনন্দ ভবন আনন্দ বসন
আনন্দের সিংহাসন
আনন্দ জীবনে দেব দেবীগণে
পূজিছে আনন্দ চরণ
কবে ল'য়ে যাবে সেই গম্য স্থানে
নিরানন্দ অশ্রু মুছায়ে। ১০০।

কীর্ত্তন—একতালা।

নীরবে ডাক্‌লে মা গো (আমি)
পাও কি তুমি শুন্‌তে
এ আঁধার হৃদে পূজা করি
পাও কি গো মা দেখ্‌তে।

সংসার যে ঘরে ঘরে
আছে অসি গদা ধ'রে
পালাতে চাই ভয়ে ডরে
পাও কি মা জান্‌তে।

নাহিক আমার ভজন সাধন
নাহিক প্রাণে তপস্যাধন
রেখেছি এই চক্ষের জল
চরণ দুটি ধুতে।

ঐ চরণে রাখ্‌ব মাথা
চরণতলে ঢালব ব্যথা
এই প্রার্থনা জননী গো
পারবে কি পূরাতে (ওমা)। ১০১।

মাগো তুমি কও কথা
দূর হউক মম হৃদয় ব্যথা।
সংসারের সকল কাজে
পূজা আরাধনা মাঝে
শুন্‌লে তোমার মধুর বাণী
পাব সফলতা।

তোমার মধুর বাণী
শুনিলে দিন রজনী
দিব্য জ্ঞানে যাবে ঘুচে
জীবনের মলিনতা।
সজনে নির্জ্জনে শুন্‌ব
তব মুক্তিমাখা রব
তোমার কথা বুকে ধ'রে
যাব আমি যথা তথা। ১০২।

ও ভাই প্রাণভ'রে গাও, হরিনাম গাও রে
এ নাম শয়নে স্বপনে, জীবনে মরণে
গাও ভাই গাও রে।
সম্পদে বিপদে কর নাম সাধন
দিবানিশি লও নামের শরণ
নামে গতি, নামে মুক্তি
নামে শান্তি পাবে রে।
এস ভাই করি নামের বন্দনা
ঘুচিবে জীবনের তাপ যাতনা
হরিনামের তরী আছে বাঁধা তীরে
হরি হরি ব'লে যাব ভব পারে। ১০৩।

বৃথা কেন (ভাই) সমালোচনা

জীবন দেখাতে হবে জীবনেই সব যাবে জানা।

এসেছি ভবে অনেক কাল

তাকি মনে পড়ে না।

আর ত যাবার দেরি নাই

একবার কর কাল গণনা।

যদি থাকে ভক্তে বিশ্বাস

হবে তব স্বর্গবাস

বিশ্বাসে সব হবে প্রকাশ

তাকি তুমি জাননা।

যতদিন না পাবে আলো

চুপ করেই ত থাকা ভাল

বিশ্বাস পাইলে পাবে জ্ঞান

(কিছু) জান্‌তে বাকি থাক্‌বে না। ১০৪।

ভৈরবী।

কেন মিটেনা মিটেনা আমার এতৃষা

যত পাই তত চাই কেবল বাড়ে এ পিয়াসা।

রবি শশী তারা মম ভাই বোন
শোভাময় বিশ্ব মম বাসভবন
তবু বলি দাও, আরও দাও দাও
জননী গো আরও ভালবাসা।

শুন্‌ব সদা তোমার মধুমাখা বাণী
দেখ্‌ব হাসি মুখ দিন রজনী
তিলেক তোমায় ছাড়িবনা আমি
ভিক্ষাপদে, পূরাও প্রাণের এ আশা। ১০৫।

ওহে দীন শরণ, সার্থক হবে জীবন
নববিধানের সেবায় যদি হয় দেহ পতন।

হৃদয় মাঝে মরুভূমি, দেখ্‌ছ হে অন্তর্যামী
প্রেমের উৎস উঠাও নাথ করি নিবেদন।

ভবের দিন শেষ হলে, বস্‌ব যখন চরণ তলে
বলিও প্রভু সকল কাজ হ'য়েছে মনের মতন
বিশ্বাসে নির্ভর ক'রে পাদ পদ্ম বক্ষে ধ'রে
জীবনের কাজ শেষ ক'রে যাব অমর ভুবন।

কেন এ দীনায় বেশে, রেখছ ভব প্রবাসে
সে উদ্দেশ্য এ জীবনে হ'ল কি পূরণ। ১০৬।

ভবের ঘাটে ব'সে আমি
যাব ব'লে ভবপারে।
ডুব্‌ল রবি, আঁধার হ'ল
ব্যাকুল হৃদি তরীর তরে।

একে একে পার হ'য়ে যায়
ছোট বড় কত নায়
আরোহী দল কাজ ক'রে সব
ফিরে নিজ, নিজ ঘরে।

আমি পথ শ্রান্ত দুর্ব্বল
নাহক আমার পারের সম্বল
"হরি কৃপা" সাবধানে
এনেছি সঙ্গে ক'রে।

ঐ যে মম গম্য স্থান
সম্মুখে আনন্দ ধাম
দেখ্‌ছি চেয়ে প্রদীপ জ্বলে
অমর ধামের ধারে ধারে। ১০৭।

শৈলেশ নন্দিনী, মধুর নাদিনী (গঙ্গে)
ধীরে ধীরে তব নীরে, কি মধুর বীণা বাজে
গঙ্গে সুরধুনী।

আছি ঘাটে ব'সে, চুপে চুপে এসে
শুনি গো মধুর স্বর মোহন কণ্ঠধ্বনি।

কখনও উঠায়ে দেবী সকরুণ তান
কাঁদাও মম মন, প্রাণ
তখন শীতল সলিলে
তাপিত অশ্রুজল ফেলে
বলি লও তুলে লও এই ভগ্নবীণা খানি।

কভু তরঙ্গ উঠায়ে, ভীমনাদে ঝঙ্কারিয়ে
রণ বাদ্য বাজাও গঙ্গে পতিতপাবনী।

কভু মৃদু হিল্লোলে, নাচ তালে তালে
তখন জীবন যন্ত্রগুলি মম নেচে উঠে আপনি। ১০৮।

গাও ভাগিরথী, গাও তরঙ্গিনী
কল কল কণ্ঠে গাও কল্লোলিনী।

পিত্রালয় হ'তে তুমি কোথায় চলেছ,
আশার হিল্লোলে নেচে কোথায় ছুটেছ,
জানি জানি গো জাহ্নবী, সতী পতিব্রতাদেবী,
পতির উদ্দেশে যাও প্রেম রূপিনী।

আজ আশা ক'রে এসেছি গো শুন্‌ব তোমার কথা

ওপার হ'তে এনেছ কি আশার বারতা

তুমি লবে কিগো তুলে

মম অন্তিম কালে

ল'য়ে যাবে কিগো মোক্ষ পদে মন্দাকিনী। ১০৯।

কে ডেকে ডেকে গেল,

আয় আয় আয় ব'লে গেল।

পাল তুলিয়ে নায়ে বেয়ে

স্রোতে ভেসে চ'লে গেল।

আঁধার ঘরে একা ব'সে,

ভাবছিলাম পার হব কিসে,

ডাক্ শুনে ছুটে, এলাম ঘাটে

তরী ফিরাবার আশে।

আমার ডাক্ যে ফিরে এল

তরী তবু না ফিরিল

হেলে দুলে সোণার তরী

পরপারে চ'লে গেল।

সন্ধ্যাকাশে একটী তারা
এই তারাই ধ্রুবতারা
আলো দিয়ে দিছে সাড়া
আছে কোথায় কূল কিনারা ;
একটি তরী চ'লে গেল একটি ডাক্ রেখে গেল
ব'লে গেল এমনি করে (হরি) নাম পেয়ে ভব পারে চল ।

ডাক্ শুনেছি ভাবনা নাই, জোয়ার জলে ভেসে যাই
একা যাব ভয় কি তাতে থাক্‌ব নায়ের সাথে ;
আমারই মুক্তির তরে, ল'য়ে যেতে ভব পারে
ভাস্‌ল তরী সাগর বক্ষে, ডেকে আবার চলে গেল ।

। ১১০ ।

ওহে দয়াল হরি, দীন কাণ্ডারী
লাগাও তরী তীরে ;
তরীর আশে আছি ব'সে
পার কর আমারে ।

সঙ্গে সাথী কত ছিল
ঘাটে রেখে চ'লে গেল
ভেবে ছিলাম সঙ্গে যাব, কিন্তু রইলাম ঘাটে প'ড়ে ।

এসেছি ভবে বহু দিন,
দেহ মন হল ক্ষীণ,
এখন সন্ধ্যা হ'ল, প্রাণ আকুল
বাড়ী যাবার তরে।
দেনা পাওনা চুকিয়ে দিয়ে
এলাম নিঃসম্বল হ'য়ে
তব নাম এক ভরসা
কর কৃপা মোরে। ।১১১।

(আমি) জোয়ার জলে ভগ্নতরী দিব এবার ভাসায়ে
ভাসুক ডুবুক যাহাই হউক
আর আন্‌ব না ফিরায়ে।
জীর্ণ তরী ছিন্ন পাল
নাহিক দাঁড়, নাহিক হাল
স্রোতের মুখে দিব ঠেলে
আশায় বুক বাঁধিয়ে।
যবে তরঙ্গ উঠিবে
ভাবব তরী এবার ভাঙ্গবে
নির্ভয়েতে থাক্‌ব তবু নদীর দিকে তাকায়ে।

আস্‌বে যখন বান্ ডেকে

টেনে তারে লব বুকে

বল্‌ব ত্বরা লয়ে যাও এ তরী পাড়ী দিয়ে। ১১২

অনন্ত পূজিব, অনন্ত ধরিব

অনন্ত লইব হে অনন্ত।

অনন্তে লুকায়ে অনন্তে ঢাকিয়ে

রাখ হে অনন্ত আমার এ অন্ত।

অনন্ত সুখ আশে, অনন্তের সহবাসে

থাকিতে বাসনা হে নিত্য সত্য

কর হে করুণা, পূরাও কামনা

নববিধান দেব জাগ্রত জীবন্ত।

অনন্তের প্রেম তরঙ্গে, দুলিব রঙ্গে রঙ্গে

সীমা হ'তে সীমান্তরে চলিব সঙ্গে

অচল অচিন্ত্য অসীম প্রশান্ত

গভীর আনন্দ, হে অমৃত অনন্ত। ১১৩।

আনন্দ হিল্লোলে, দুলে দুলে

মিলিল আজি দুটী জীবন

চলিল অনন্ত জীবন স্রোতে

ধরিয়া অনন্ত প্রেম বন্ধন।

গগনে হাসিল পূর্ণিমার শশী
ঢালিল ভূতলে জ্যোৎস্নারাশি
মৃদু মৃদু বহে যায় গেয়ে গেয়ে চলে বায়ু
দাম্পত্য প্রেমের মধুময় গান।

বসন্ত আনিল নানা রঙ্গের ফুল
গাঁথিল মালা কিবা শোভা অতুল
উপহার দিতে নব দম্পতীরে
বসন্তের আদরের আভরণ।

বাজিল শঙ্খ বাজিল নহবৎ
গাইল প্রিয়জন মঙ্গল গীত
সাধিতে যুগল সাধন ব্রত
নিরুপমা নিত্যেন্দ্রের এ উদ্বাহ বন্ধন।

নূতন বিধানে প্রেম মিলনে
চলিল দুজনে আনন্দ সদনে
ব্রহ্মানন্দ দেব মঙ্গল বরষণে
আশীষ করুন এই দম্পতী জীবন। ১১৪।

পূরাও এই কামনা দাসীর প্রার্থনা
অনুদিন দেব দিও দরশন।

হেরিয়ে তোমারে হৃদয় মাঝারে
জুড়াব আমার তাপিত জীবন।
সংসার আঁধারে ঘিরিলে আমারে
ডাকিব তোমারে বিপদবারণ
দয়াময় হরি দীনে দয়া করি
অভয় বচনে তার দীনশরণ। ১১৫।

ঝিঁঝিট। একতালা।

অনন্তের সম্মুখে দাঁড়াইয়ে আমি
কি নিবেদিব হে
গম্ভীর তোমার মুরতি মহান
দেবদেব মহাদেব।

চমকি চমকি বিজলী ছুটিছে
প্রকাশি তোমার হাসি
পবন উন্মত্ত নিজ মনে ধায়
গায় জয় জয় রব।

নিমেষে ঢাকিল, নীরদ আঁধার
আকাশে সুন্দর শশী
ভীম গরজনে, অশনি নিপাতে
জাগাল, কাঁপাল মানব।

ক্ষুদ্র হ'তে দেব, অতিক্ষুদ্র আমি

প্রলয়ে ভাসিয়ে যাই

রহিল কেবল তোমার সত্ত্বা

আর বিশ্বরূপ তব। ১১৬।

আর যেন দিই না ছেড়ে

তোমারে ভুলিয়ে নাথ থাকি না দূরে।

ভবের খেলা ভেঙ্গে গেল

দেহ মন শ্রান্ত হ'ল

কূলে দাঁড়িয়ে আছি আমি

বাড়ী যাবার তরে।

আর ত সে দিন আসিবে না

অতীত আর ঘুরিবে না

অতুল তব কৃপার দানে

হারাইনু অনাদরে।

রাখব চরণ শিরের উপরে

অমৃত ধাম লক্ষ্য ক'রে

থাকব তরীর তরে আশা ক'রে। ১১৭।

শুষ্ক পুষ্পে তুষ্ট তুমি নহ, হে কখন

সরস কুসুম তোমার প্রিয় জানে সর্ব্বজন।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, পাপে
নানা তীব্র উত্তাপে
প্রীতি ভক্তি ফুলগুলি হ'ল, আজি রসহীন।

আপন হাতে বাগান তুমি
করিলে হে সৃজন
নানা রঙের ফুল তাহে করিলে রোপণ
আবার হরি দয়া করি
ঢাল প্রেমবারি
শুষ্ক ফুল সজীব হউক
ও পদে করি অর্পণ। ১১৮।

কি উপহার পদে দিব নাথ
ওহে বিভু নারায়ণ।
আমার কিছু নাই সকলই তোমার
তুমি হে জগতজীবন।
ফল ফুল ভরা দেব এ বিশ্ব জগৎ,
তোমারই দেব শ্রীকর রচিত
শীতল সলিলে ঢালিয়াছ প্রেম
ওহে করুণানিধান।

সংসার মাঝে নিত্য নব সাজে
সাজাইছ মানব জীবন
দুঃখ বিপদ, আনন্দ সম্পদ
সকলই তোমার, তোমারই দান। ১১৯।

কি আর জানাব (মাগো) তোমারে
পড়িয়া পরীক্ষানলে ডাকি কাতরে।
সুখ সম্পদ মাঝারে, ইচ্ছা যদি থেক দূরে
পরীক্ষা বিপদে কিন্তু থেক না ছেড়ে।

দিবানিশি কাছে থেক, নাম ধ'রে সদা ডেক
ভয় পেলেই লুকিয়ে রেখ, আঁচল ভিতরে।
পরীক্ষা বিপদে প'ড়ে, যাব আর কাহার দ্বারে
কে আর ধূলা ঝেড়ে ল'বে কোলে আদরে। ১২০।

অতি যতন ক'রে, নিজ করে
সাজালে ঘর অমর পুরে
আগুসারি হ'য়ে, দ্বার খুলিয়ে
ডাক্‌ছ সবে নাম ধ'রে।

কবে যাব নিজ ঘরে
সকল জ্বালা ফেল্‌ব দূরে
তোমার কাছে থাক্‌ব সুখে
সুখের ঘোরে, সুখের ঘরে।

ত্রিতাপে তাপিত প্রাণ
চাহে শান্তি চায় বিশ্রাম
তোমা বিনা নাই আরাম
শ্রান্ত পথিকের তরে।

চরণতলে প্রাণ জুড়াব
তাড়াইলেও না ছাড়িব
সকল ভয় নিবারিব
নির্ভয়ে রহিব ও পদ ধ'রে। ১২১।

(ওহে) দয়া ক'রে চরণ তরী লাগাও হরি তীরে
পার কর পার কর ঠাকুর
পার কর আমারে।

কত যাত্রী ভবে এল
কাজ সেরে সব চ'লে গেল
(আমি) কত দিন আর থাক্‌ব ব'সে
বল এমন ক'রে।

ঢেউ গুণ্‌ছি ঘাটে ব'সে
আছি কূলে তরীর আশে,
(ওহে) কর্ণধার, ভবপার কর কৃপা ক'রে।

দিন ফুরাল, সন্ধ্যা হ'ল
রাত্রির আঁধার কাছে এল
অভয় দানে নির্ভয় কর
ডাকি হে কাতরে। ১২২।

এই কি তব আসন, মর্ম হৃদি সিংহাসন,
যতনে তুলিয়ে এনেছি ফুল সাজাতে ও চরণ।
হৃদয় মাঝে মধুর বাজে
তোমার বংশীরব
আপনি বাজায়ে নাচ বংশীধর
হেরি মূরতি মোহন।
পরাণ ভরিয়ে পূজিব হে সথে
ওহে হৃদয়রঞ্জন
আরাধনা ধ্যানে, প্রার্থনা গানে
জুড়াব তাপিত জীবন। ১২৩।

এস ভাই এমনই ক'রে
শেষের দিনে তুলে দিতে
হরি কৃপাবলে যদি আমি
স্বর্গের রথে পারি যেতে।

আছি দাঁড়িয়ে ভবের পথে
শুধু মনে শুধু হাতে
দেখ্‌তে পেলে রথখানি ভাই
ভুলিও না এগিয়ে দিতে।
সুখে থেকো ভাল থেকো
"দিদি" বলে মনে রেখ
স্নেহ দিয়ে বিদায় দিও
হেসে বল "যাও বাড়ীতে"।
ষ্টেশনে সব দাঁড়িয়ে র'বে
রথে আমায় উঠিয়ে দিবে
প্রণাম ক'রে আশীষ ল'য়ে
চ'লে যাব স্বদেশেতে। ১২৪।

এত দয়া এত দয়া, তবু তোমায় আপন ভাবিনা
নীরবে লুকিয়ে থেকে ঢাল্‌ছ কেবল করুণা।
বালকের জন্য ভেবে মরি, দুঃখ কষ্টের নামে ডরি
কেন জানি না
তোমায় ডাক্‌বার আগে এসে তুমি
ঘুচিয়ে দাও ভয় ভাবনা।
সর্ব্বমূলে তুমি ছিলে, সংসার তুমি সাজাইলে
এত তোমার রচনা।

তুমিই দেখ তুমিই রাখ

তবু কেন আমি বুঝি না।

অনেক মাগো দিলে তুমি

আর কি মাগো চাইব আমি কৃপানয়না

রাখ সবায় অভয় পদে

এই গো শেষ প্রার্থনা।

সঙ্কট পরীক্ষা ঘোরে, সংসার আঁধারে

কাঁদলে কাতরে

অভয় দিয়ে সুখী বল কে করে তোমা বিনা।

ইচ্ছা হয় নতশিরে চরণ কমল বক্ষে ধ'রে

করি পদ সাধনা

দিবানিশি প্রাণ ভ'রে

করি তব বন্দনা। ১২৫।

অনন্তে ঘিরেছে আমায়, অন্তটুকু খুঁজে বেড়াই

এই যে ছিল আমি আমি কোথা গেল দেখতে না পাই।

ভয় ছিল যে পাছে হারাই, সাবধানে তারে রাখতাম সদাই

ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেল, আমার "আমি" আর বুঝি নাই।

নয়ন মেলি এই অনন্ত, মুদিলে ঘন অনন্ত
অনন্ত মহান্ অনন্ত, অনন্ত যে দিকে তাকাই।
অনন্তের প্রভাব, অনন্তের আবির্ভাব
যা কিছু ধরিতে যাই কেবলই অনন্ত পাই। ১২৬।

তুমি যে মা দয়াময়ী তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব
অতুল তোমার স্নেহ দয়া এমন আদর কোথায় পাব।
লক্ষ্মী হয়ে আছ ঘরে
কি ভয় তবে সংসারে
দিয়ে থুয়ে ও পদতলে নির্ভয় হ'য়ে বেড়াব।
ভয় পেলে মা বলে ডাকিব,
দুঃখ পেলে পদে লুকাব,
সুখের সময় আঁচল বার বার চুম্বন করিব। ১২৭।

(ওহে) গুণনিধি, হরি, দয়ার আধার,
প্রণমি ভকতি ভরে পদে বার বার।
তব কৃপা দেব নহে কভু ক্লান্ত,
ঢালিতেছ প্রাণে নিত্য অবিশ্রান্ত
দয়াল দয়া তব, সাজে নব নব
জাগায় বাঁচায় জীবে, করে হে উদ্ধার।

ডেকে বারে বারে, কত স্নেহভরে
কত সুখ সম্পদ দাও অনিবার।

ভুলে যাই দেব তোমার করুণা, তাই আসে প্রাণে ভয় ও ভাবনা
এখন ও চরণ ধরি, এই ভিক্ষা করি, (তিলেক) ভুলি না যেন
করুণা তোমার।

ওহে জগৎপতি অগতির গতি, তব প্রেমে মুক্তি তব স্নেহে শান্তি
করি হে মিনতি, দেখো গোলকপতি
শেষের দিনে কৃপা ঢালিও আর একবার। ১২৮।

কি কৃতজ্ঞতা দিব পদে
কি দিয়ে নমি চরণে।

তোমার করুণা বিনা, কি আছে আর
এ ছার জীবনে।

আমি যে অনুপযোগী, দেখ্‌ছ তুমি দিনযামি
আজীবন দিলে ঢেলে, তোমার অমূল্য দানে.
না চাইতে দাও তুমি, কি আর চাহিব আমি
যেন অভয় পদে দিয়ে ভার, থাকি তব সদনে।

যে দিকে মাগো তাকাই, তব কৃপা দেখিতে পাই
দিবানিশি রক্ষা করিছ কৃপা বরষণে। ১২৯।

কাঁদ্‌ছি যে গো মা মা ব'লে

আছ কোথায় আমার ফেলে।

তুমি যে মা দয়াময়ী, থাক্‌তে কি পারবে মা ভুলে।

তব কোলে শোভে সতী, কত নারী পুণ্যবতী

আমি অপরাধী দাসী, স্থান দিবে কি পদতলে।

চাই সুখ শান্তি আদর

চাই স্নেহ নিরন্তর

আছে মাগো সকল রতন, ঐ চরণকমল ছায়াতলে।

কবে যাবে দুঃখ রোদন,

নিরাশার সকল বেদন,

(কবে) মা মা বলে যাব চ'লে, ডা'কবে যবে আয় ব'লে। ১৩০।

মেঘেতে ঢাকিল নভঃ

সন্ধ্যা তারা কোথায় গেল।

উজলি উদিল শশী

হেসে কেন লুকাইল।

সন্ধ্যা হ'ল গেল দিন, ক্লান্ত তনু শ্রান্ত মন

পথ চলিতে, পথ দেখিতে, (দুর্ব্বলেরে)

দাও শক্তি দাও মা বল।

ভগ্ন প্রাণের করুণা রোদন, বিচ্ছেদের দারুণ বেদন
কে ঘুচাবে তোমা বিনা
কে মুছাবে এ অশ্রুজল।
কাঁদে প্রাণ যাঁদের তরে, তাঁরা যে তোমার ঘরে
দ্বার খুলে দাও, ডেকে লও
দেখাও তোমার ঘরের আলো।
আছি পথের ধারে ব'সে, যাব ব'লে স্বদেশে
যথা শান্তি "সুখের মিলন"
বিরাজে অনন্তকাল। ১৩১।

কবে আমায় লবে ডেকে, রাখ্‌বে মাগো চক্ষে চক্ষে
শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ মন, কি কাজ আছে ভবে থেকে।
কবে ভবপারে যাব, ভবের জ্বালা দূর করিব
অমৃতে জীবন পাব, কাটাব কাল চিরসুখে।
যথা নাহি রোদন, যথা চির প্রেমমিলন
আনন্দে রহিব সদা, শান্তি পদ ধরি বক্ষে। ১৩২।

সিন্ধু ভৈরবী—যৎ।

অধীর মনে প্রবোধ দাও
ডেকে লও মা তব ঘরে
দেখাও শান্তির রাজ্য আজি অন্তর বাহিরে।

আকুল এ ভগ্ন প্রাণ, যাইতে তোমার ধাম
শোক দুঃখের অতীত সেই নিত্যধাম অমরপুরে।
তব ধন দিয়াছিলে তুমি আবার নিলে তুলে
দেখাও মা দয়া ক'রে, রেখেছ কত আদরে (তাঁদের)
তোমার আনন্দপুরে আছেন সুখে যোগভোরে
হাসি মুখ দেখে তাঁদের এ শোক অশ্রু ফেল্‌ব দূরে। ১৩৩।

সুন্দর পিঞ্জর ফেলে দিয়ে
পাখী কোথায় উড়ে গেল
সোণার খাঁচা রইল প'ড়ে
প্রাণ পাখীটি পালিয়ে গেল।
মায়ের নয়ন জ্যোতিঃ, রাজরাজেন্দ্র মূরতি
অন্ধকারে, আঁধার রাতে
ফাঁকি দিয়ে পলাইল।
ভাঙ্গা বুক আরও ভাঙ্গিল, আঁচলখানা ছিঁড়ে গেল
পুত্রশোকে পাগলিনী "রাজি" ব'লে মা ছুটিল।
কোথা সে অজানা দেশে
কোন্ বাতাসে কোন্ আকাশে
সোণার পাখী উড়ে গিয়ে
কোন্ পাখী দলে মিশিল।

সুন্দর সে দেহ রতন, অমূল্য পিঞ্জর ধন
পাখী শূন্য খাঁচাখানি, হায় তাহাও লুকাইল।১৩৪

ওহে বংশীধর শুনাও বাঁশী নিশিদিনে
মোহন বংশীধ্বনি শুনি সজনে বিজনে।
শুনিলে তোমার মধুর বাজনা
দূরে যাবে নাথ দুঃখ যাতনা
বংশীধ্বনি দেব দিবে শক্তি বল
আমার এ মৃত জীবনে।
"কোথা শান্তি" ব'লে ছুটে চ'লে যাই
যত যাই তত সান্ত্বনা হারাই
শান্তি সান্ত্বনা সথে তোমারই
ঐ মোহন মুরলী বাদনে।
তোমারই বাঁশীতে আছে পূর্ণ হাসি
তব বংশী নাথ নাশে দুঃখরাশি
শুনি ঐ রব হইব নীরব
প্রতিধ্বনি হবে এ ভগ্ন পরাণে। ১৩৫।

বাউলে স্থর।

এবার তোমায় ধ'রেছি। (এতদিনে)
পথে ঘাটে, চারিদিকে খুঁজে সন্ধান পেয়েছি।

কোথা শান্তি কোথা শান্তি
ব'লে কত ছুটেছি
সকল শান্তি তোমার কাছে
এখন জানিতে পেয়েছি।

আমায় ছেড়ে কোথায় যাবে
এমন দীনহীন নাহি পাবে
পাপীর প্রতি বেশী দয়া
সে কথা শুনতে পেয়েছি।

আর ত ছেড়ে দেব না
নয়নের আড় করিব না
এ ভগ্ন পরাণটি ও চরণে
ভাল ক'রে বেঁধেছি। ১৩৬।

লবে কি মা আমায় কোলে
যত দুঃখ তাপ ঝেড়ে ফেলে।
মলিন বসন, নাহি আভরণ
তিতি নয়নের জলে
দয়া হবে কি দয়াময়ী, লবে তুলে দুঃখী ব'লে।

(আমি) অনাথিনী কাঙ্গালিনী, ওমা সন্তানবৎসলে
মা বিনে মেয়ের ব্যথা কে বুঝিবে এ ভূতলে।
ভবের মাঝে মেয়ের সনে, কত খেলা খেলিলে
এখন ভাঙ্গল খেলা, গেল বেলা
কোলে লবে কি মা কমলে। ১৩৭।

(আমার) যন্ত্রী তুমি কোথায় গেলে
তোমার এ যন্ত্রটা ফেলে, (গিয়াছ কি হে)।
মান অভিমান আদর সম্মান
কত সুর যে বাজাইলে
তোমার হাতের গড়া যন্ত্র
অকালে কেন ভাঙ্গিলে।

কোনও তার যে আর বাজে না
কোনও সুর আর খেলে না
সুধাই তোমায় যন্ত্রী আমার
ফেলে কোথায় গেলে চ'লে।

ধূলা ঝেড়ে সখা আমার
লও গো তোমার যন্ত্র তুলে
আশায় বেঁচে আছি আবার
তোমার হাতে বাজব ব'লে। ১৩৮।

প্রাণ যে চাহে তারে।

পরাণ ভরিয়া ভালবাসি যারে।

সীমা হ'তে কোন্ সীমান্তে

পাইব আমার কান্তে

দেখা হ'লে প্রাণনাথে আন্‌ব প্রাণে ধ'রে।

নীরবে আঁধারে, যাব আমি ধীরে ধীরে

খুঁজব, দেখ্‌ব ভাল ক'রে চারিধারে

কোন্ খানে যে লুকিয়ে আছে, কি ভাবে কেমন ক'রে।

মাগিব ক্ষমা করযোড়ে, কাঁদিব তাঁর পায়ে প'ড়ে

মান, অভিমান দূরে ফেলে

বল্‌ব রাখ দাসী ক'রে। (আমায়)। ১৩৯।

অনন্ত আকাশে উড়িতে উড়িতে

কেবলই উড়ে বেড়াই

অসীমের ডাকে আসিনু হেথায়

সীমা কোথাও কিছুই নাই।

জানিনা তোমারে তবু তোমায় চাই

ধরিতে পারি না পাছে পাছে ধাই

অনন্ত লইব অনন্ত পাইব

এই আশায় ছুটে ছুটে যাই।

অনাদি হ'য়ে আছ মূলে বসি
প্রাণময় রূপে বিশ্বে প্রকাশি
উজলিছ সত্য, মোহ বিনাশি,
ওহে স্রষ্টা বিশ্ব তোমারই।

কে গো বল তুমি কোথা তব ধাম
কেমন তোমার রাজ্য কিবা তব নাম
তোমারই তরে এসেছি হেথায়
তবে কেন ধরা নাহি পাই। ১৪০।

গাও প্রেমময়ীর জয় বিধান জননীর জয়
উড়িল নিশান, পূরিল বিধান
গাও ভাই মায়ের জয়।

ভারতের দুঃখ হ'ল অবসান
জগতে উঠিল প্রেমের আহ্বান
ঘুচিল বিচ্ছেদ, দূরে গেল খেদ
গাও সবে মায়ের জয়।

স্নেহ নিমন্ত্রণে, এসেছি এখানে
মিলেছি ভাই ভগ্নীগণে
এস সবে মিলে, প্রাণমন খুলে
গাই ব্রহ্মানন্দের মা'র জয়।

কি ভয় মরণে, নিন্দা অপমানে
পেয়েছি মার অভয় পায়,
ভুলেছি নিরাশা পেয়ে ভালবাসা
এস এস গাই জয় মায়ের জয়। ১৪১।

মধুর মধুর মধুর তোমার, মধুর প্রেম আহ্বান
প্রেমের মুরলি বাজিয়া উঠিল, নাচিল সবার প্রাণ।
ভাই ভাই ব'লে, তব প্রেম গ'লে
"আয়" ডাক শুনে সবে আগুয়ান।

প্রেমেতে রঞ্জিত প্রেমেতে রচিত
প্রেমেতে পূরিত নূতন বিধান
নব প্রেম ডোরে, বাঁধি নারী নরে
(তব) প্রেমময় নাম কর মহীয়ান্॥

তোমার প্রেমেতে মিলেছি সকলে,
তোমার কাজেতে দিই প্রাণ ঢেলে,
তোমার নামেতে হব পূর্ণকাম
জয় জয় তব প্রেম মাখানাম।

প্রেমেতে মজাল বিবাদ ঘুচাল
প্রেমেতে গলিল হৃদয় পাষাণ॥ (সব)। ১৪২।

আহা মরি কি মাধুরী হেরি আজি তপোবনে
সতীর সহিত গতির মিলন পুণ্য প্রেম একাসনে।
সুনীতির প্রেম রতনে উত্তানপাদধনী জীবনে
তুচ্ছ করি রাজ্য সুখ পশিলেন কাননে।
দলে দলে পিকগণ গায় কোমল তানে।
গুঞ্জরিছে অলিকুল মত্ত প্রেমে মধু পানে
গায় বাতাস প্রেমের বাঁশী
মেঘের কোলে হাসে শশী
কুসুম রাশি স্বর্গ সৌরভ
ঢালিছে সবার প্রাণে। ১৪৩।

দাও হে দাও হে দেব দরশন কাতরশরণ
আজ নয়ন জলে পূজিব তোমার ঐ কমলচরণ।
সাধের খেলা এমন মোহন মেলা
ভেঙ্গে দিলে, দুপুর বেলা
কাঁদছি নাথ কেমনে কাটাব দিন।
যত প্রাণের ব্যথা করি নিবেদন।
কত হাসাইলে সাজাইলে
সুখ সম্পদ ঢেলে দিলে
আবার নয়ন জলে ভাসাইলে,
খুলে নিলে আভরণ।

মরণ পারে অমরপুরে, রেখেছ ভক্ত পরিবারে
দেখবে আজ প্রাণভরে এই মম আকিঞ্চন ॥ ১৪৪ ।

মোহন রবে ঐ যে বাঁশী আবার বেজেছে
ভক্ত জীবন তরুতলে ঐ যে বাঁশী বাজিছে ।

বাঁশী দেয় না বসিতে, দেয় না ভাবিতে
আয় আয় আয় ব'লে ডাকিছে ।

এই মরু মাঝারে, সংসার প্রান্তরে
প্রেমময় প্রেমরূপ আবার দাঁড়িয়েছে ।

কোথা যাব জানি না, পথ চিনি না
বাঁশীর ধ্বনি অবিরাম নিয়ে চলিছে । ১৪৫ ।

তোমাতে ডুবায়ে তোমাতে মজায়
রাখ হে দয়াল হরি ।
তোমার প্রেমেতে তোমার রূপেতে
কর পাগল করি ॥
তোমার কমল চরণ তলে তাপিত প্রাণ দিব ফেলে
পাসরিব সব দুঃখ ঐ পদ নেহারি ॥
তোমার মধুমাখা কথা শুনে, নির্ভয় হব এ জীবনে
তোমার দয়া তোমার ইঙ্গিত রাখব প্রাণে ধরি ॥ ১৪৬

অনন্ত পূজিতে এসে কোথা প্রাণ ভেসে যায়
কোথা হ'তে কার ধ্বনি কেবল বলে আয় আয়।
শূন্য আকাশ পূর্ণ হয়ে, যায় কোথায় আমায় ল'য়ে
কে বুঝি বসিয়া আছে মহা অসীমের সীমায়।
ঐ যে অনন্ত ডাকে, আয় চলে আমার বক্ষে।
লব না লব না কিছু, কেবল দিব তোরে আমায়। ১৪৭।

সীমার শেষে হে অশেষ তুমি আস্‌ছ কেবল এগিয়ে
অন্তের পারে হে অনন্ত তুমি আছ দাঁড়াইয়ে।
তোমার দয়ায় হে দয়াময়, এসেছি ধরায় ভাসিয়ে
সেজেছি কত হাসিয়ে কাঁদিয়ে বিধানের অভিনয়ে
এখন সাঙ্গ হ'ল খেলা ভেঙ্গে গেল ভবের মেলা
লও অমৃত আলয়ে ভকত বাঞ্ছিত চিরশান্তিময়
তোমার চরণ আশ্রয়ে।
এখন সকল আশা পূর্ণ হ'ল অনন্তের সাড়া পেয়ে। ১৪৮।

ওহে কাঙ্গাল সখা, দাও হে দেখা
দিনে দয়াকরি।
প্রাণ জুড়াব নেহারিয়ে ওরূপ মাধুরী।
(তোমার) রূপে ভরা বিশ্বজগত
আমায় ঐ রূপেতে মগ্নরাখ দিবা বিভাবরী।

ভবের খেলা সাঙ্গ হ'লে ডেক আমার "আয়" ব'লে
দেখি যেন ঘাটে বাঁধা আছে পদতরী।
দয়া করে কাঙ্গাল ব'লে নিও তোমার নায়ে তুলে
আমার নাইক কিছু পারের সম্বল
হে দীন কাণ্ডারী। ১৪৯।

আমায় দেখা দিও শেষের দিনে ওগো মা কমলে
যেন মা মা ব'লে ডেকে দেহ ত্যজি অন্তিম কালে।
রোগের যাতনা ভবের ভাবনা সকলই যাবে চ'লে
মৃত প্রাণে জননী অমৃত দিও গো ঢেলে।
অনেক দয়া করেছ মা এ দীন সন্তানে
আর একবার কর গো মা সেই চরম কালে
হাত বাড়িয়ে ঝাঁপ দিতে
যেন পারি মা তোমার কোলে। ১৫০।

আর্য্যনারী সমাজের উৎসব। ১৯১৮।

শোন্‌রে ভাই ঐ শোন্ মা ডাকিছেন আয় ব'লে
স্নেহ ভরে আদর ক'রে ঘরের দুয়ার খুলে।
হৃদয়ের পাপ তাপ, হাহাকার শোক বিলাপ
ফেলে এই ধরাতলে ছুটে ভাই যাই চ'লে।

বড় ভাল আমাদের মা করুণা নয়না
ধূলা মালা ধুয়ে দিয়ে তুলে লইবেন কোলে
শান্তি সুধা রাশি রাশি সবার প্রাণে দিবেন ঢেলে।
ভবের ভয় ভাবনা রবে না আর রবে না
যাব ঘরে রব সুখে মায়ের চরণতলে
মিলনের সুখ সঙ্গীত গাইব সকলে মিলে। ১৫১।

———

মোহন বেশে দিশে দিশে
বেড়াও তুমি হেসে।
মধুর রবে বাজিয়ে বাঁশী
ডাক ভালবেসে।
নারীর ভাঙ্গা প্রাণের মাঝে
রাঙ্গা পায়ে নূপুর বাজে
চরণ ধ'রে সখা ব'লে সে যে নয়ন জলে ভাসে। ১৫২।

———

আলেয়া।

অনন্তের বিশাল কক্ষ আমাদের গম্যস্থান
যথায় চিরমিলন চিরশান্তি বিরাজমান।
কালের ঘণ্টা বেজে যায়
বলে যায় আয় আয়
অনন্তে গিয়ে লুকায় যথা নাই ব্যবধান
সেই যে অমৃত ধাম, মৃত্যু যথা না পায় স্থান
অস্তগুলি সমাধিস্থ লভিয়ে চিরবিরাম।

এসেছি ভব প্রবাসে
অসীমা মায়ের আদেশে
আশা করি আছি বসে
শুনিতে মায়ের আহ্বান। ১৫৩।

আয়রে আয় দেখ্‌বি আয়
নববিধান বীরবরে
জন্মোৎসবের মহামিলন
দেখ্‌বি আয় ত্বরা ক'রে।
পাইলে বীরের আশ্রয়
পাইবে বরাভয়
পাপ তাপ হবে ক্ষয়
স্বর্গে যাবে সশরীরে। ১৫৪।

বিভাস। একতালা।

মরণের পারে, অমৃতের ধারে
শোভিতেছে ঐ ব্রহ্মানন্দ ধাম
চিরশান্তিময়, মায়ের আলয়
রোগ শোক যথা নাহি পায় স্থান।

বিয়োগই মরণ যোগই জীবন
শুনেছি শুনেছি ভকত বচন
এ আশা লইয়ে চলিব নির্ভয়ে,
অনন্তের পথে হব আগুয়ান।

আয় ব'লে ডাক মায়ের আহ্বান
ছুটে চ'লে যায় মায়ের সন্তান
মায়ের আদেশে আসিয়ে প্রবাসে
সাধি মায়ের কাজ করিলা পয়ান। ১৫৫।

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

(এস) কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়ে
গাই মার নাম।
নামে বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে
মা নাম প্রাণারাম।

রোগে তাপে, দুঃখে শোকে,
যে মা মা ব'লে ডাকে
মা নাম যে ধ'রে থাকে
সে পায় শান্তি পায় আরাম।

বিশ্বধরা মায়ের করা
আমরাও মার গড়া
(এস) প্রাণে প্রাণে মিলে গাই
মা নাম অবিরাম।
মা নামে পাব মুক্তি
মা নামে পাব শান্তি
মার কোলে, সবে মিলে
রহিব অনন্ত কাল। ১৫৬।

তোমার এই প্রেম গোপনে আসে
তোমার এ গুপ্ত প্রেম
এ যে তোমার গুপ্ত প্রেম, মা তোমার পবিত্র প্রেম
তোমার কোমল প্রেম, চারি পাশে।
লজ্জাশীলা প্রেম কেবলই লুকায়
ধরতে গেলে ধীরে ধীরে স'রে স'রে যায়,
এ প্রেম আদর করে নির্ব্বিশেষে।
এ প্রেম চায় না প্রতিদান
নাহি অভিমান, কত সয় অপমান
মারতে গেলে বুকে ধ'রে হাসে
সুখে দুঃখে রাখে নিজ পাশে
সাধু পাপী সর্ব্বজনে ভালবাসে। ১৫৭ ।

জাগিল তব প্রেমে বিশ্বজগত
নিখিল প্রকৃতি পদে করে প্রণিপাত
জাগাল তব প্রেমে জড় জীবপ্রাণ
হাসাল মানবের অবশ পরাণ
সুর নর সবে মিলিয়ে একতানে
গায় জয় জয় নববিধান বিধাত।

বায়ুর হিল্লোলে ফল ফুলে দুলে
নমে নতশিরে ও পদকমলে
রঙ্গে তরঙ্গ তুলে সাগর নদী জলে
করিছে বন্দনা ওহে ত্রিভুবননাথ। ১৫৮।

এস ভাই পূজি তাঁরে পরাণ ভ'রে রে,
হাসিল বিশ্ব ভাসিল ভুবন, যাঁহার অতুল প্রেমে রে।
ছিল নিশিথের কোলে নিদ্রিত ধরণী রে
রবির প্রভাবে হের জাগিল জগত রে।
পাখীগণ কুলায় ত্যজি গগনে উড়িল রে
মধুস্বরে গাইছে মধুমাখা হরিনাম রে।
শতদল দল মাঝে বিভুর চরণ রে
এস দলে দলে পূজি বিভুর চরণকমল রে। ১৫৯।

(আমায়) ভাঙ্গল মেলা গেল বেলা দাঁড়িয়ে ভবের কূলে
এলাম ছুটে সাগর তটে পারে যাব বলে।
কোথা ওহে দীন কাণ্ডারী ঘাটে লাগাও পদতরী
কাঙ্গাল ব'লে বিনা মূল্যে লও হে নায়ে তুলে।
ভবের মাঝে খেল্‌লাম কত
সঙ্গী পেলাম মনের মত
কিন্তু সাঁজের সময় তাকিয়ে দেখি সবাই গেছে
চলে।
কর্ণধার কর পার ডাকি তোমায় অনিবার
আর শক্তি নাই দাঁড়াবার ভাসি নয়ন জলে। ১৬০।

বেলা গেল সন্ধ্যা হ'ল
চল মার কাছে যাই।
আরতির বাদ্য বাজিল
বিলম্ব ক'র না ভাই।
বহু দিন পরে আজি যাব নিজ ঘরে
হৃদয় বেদনা যত ফেলিব
মার হাতে খেয়ে মার পায়ে শুয়ে
এস সবে প্রাণ জুড়াই। ১৬১।

আমি ফুল যে ভালবাসি
আমি দেখি কেবল ফুলের মাঝে মায়ের মধুর হাসি
ফুলের মধু লব লুটে
ফুলের মত থাক্‌ব ফুটে
ফুলের মত ফুল্লভাবে থাক্‌ব দিবানিশি। ১৬২।

বাজিল মধুর রবে আরতি বাজনা
নীরবে সুরবে সবে করে বিভুর বন্দনা
সন্ধ্যা সতী শান্তমূর্ত্তি
লয়ে সঙ্গে স্তব স্তুতি
আসিল ঐ মৃদুগতি করিতে অর্চ্চনা।
জ্বালি দিল তারা শশী
ফুটাইল ফুলরাশি
জয় জয় গাইল ধীরে পবন বীণা। ১৬৩।

হৃদয় মাঝে মোহন সাজে
দাঁড়াও প্রাণ সখা
প্রেমের বাঁশী ল'য়ে করে
দাও হে মোহন দেখা।

প্রেমের নব নব ফুলে পূজ্‌ব পদ কমলে
ডাক্‌ব তোমায় নাথ ব'লে প্রাণের প্রিয় ডাকা।
। ১৬৪ ।

আমি তোমারেই চাই (কেবল)
চিরবন্দী হয়ে থাক মম হৃদে
এই ভিক্ষা তব ঠাঁই।
কোথা যাবে আমায় ফেলে
মেঘের আড়ালে সাগরের জলে
লুকালে কি আর চলে
ছেড়ে যাও যদি দেখিবে হে তুমি
পথের মাঝারে দাঁড়াইয়ে আমি
সুধাইলে নাথ বলিব তখনই
চলিবার আর শকতি নাই। ১৬৫।

অনন্তের বিশাল বক্ষ আমাদের গম্য স্থান
বিধান জননীর রূপ ভূমা মহান্‌।
একে একে যায় চলে মায়ের বক্ষে মা মা বলে
আমরাও যাব সবে আসিলে মায়ের আহ্বান।

অমরত্ব দিয়ে সবে পাঠালেন মা এই ভবে
"চিরঞ্জীবী" হও আশীষ আজও শিরে বিদ্যমান
অমৃত লইয়ে হাতে ঢেলে যাব পথে পথে
অস্তের পরে আছে অনন্ত, দেখাব তাহার প্রমাণ

। ১৬৬ ।

অরূপ তোমার রূপ মনমোহন
অপরূপ অতুলন নয়ন রঞ্জন।

রূপের পরশে কুসুম ফুটিল
হরষে ধাইল অলিকুল
পবন বহিল সৌরভ ছুটিল
রূপেতে মগন প্রেমিক জীবন
ভাসিল আকাশে পূর্ণিমার শশী
তোমার মোহনরূপ পরশি

প্রকৃতি বীণা বাজিল হাসি
তোমার রূপ করি দরশন ;
হৃদি মন মম করহে হরণ
হেরিব মধুমাখা বিশ্বভুবন। ১৬৭।

নীরবে পরাণ মাঝে আরতি বাদ্য বাজিল
শঙ্খ ঘণ্টা দিশে দিশে মধুর ধ্বনি তুলিল
গেল দিন গেল বেলা, ভাঙ্গল খেলা ভাঙ্গল মেলা
শ্রান্ত জীব শান্তির আশে বাড়ী পানে চলিল।
মৃদু পবন বহিল উত্তাপ নাশিল
তাপিত জীবন পরশিল করিল ধরা শীতল
হাসে নভঃ গ্রহ শশী ফুলরাশি পড়ে খসি
সুমধুর গন্ধে জীবের মন প্রাণ হরিল।
আঁধারে নীরবে ব'সে সন্ধ্যার দেবতা হাসে
নিঃশব্দে চিন্ময় পদে পরাণ লুটাইল। ১৬৮।

হরি দাঁড়াও হৃদয় কমলে
আজি সাজাব চরণ গেঁথেছি মালা
সুগন্ধি সরস ফুলে।
(আমি) বিরাগজবা দিব না তুলে
নিত্য নব নব প্রেম কোকনদ
আনিব সাজি ভরিয়ে,
(তব) নূপুরের রবে অমৃত বর্ষিবে
গলবস্ত্র হ'য়ে লইব শিরে
ত্রিতাপের জ্বালা যাইবে দূরে
ভাসিব তব প্রেম জলে।

তব কালী রূপ রাখ লুকায়ে
সখারূপ ধরে দাসীর অন্তরে
দাঁড়াব বাঁশরী করে।

পূজিব তখন যুক্তকরে, প্রাণ ভরে নাথ হে
তুমি বাজাইবে বাঁশী মধুর রবে
(আমি) লুটাইব পদতলে। ১৬৯।

যদি দয়া ক'রে এনেছ হে নব জাগরণ
তবে আর যেন কেউ হয় না দেব ঘুমে অচেতন।

নব আশা প্রাণে লয়ে, নব প্রেমে মাতিয়ে
নব ভাবে গাইব জয় নূতন বিধান।

নব শক্তি সবে পাব, বিধান নিশান উড়াইব
দেশান্তরে লোকান্তরে গাব জয় গান।

লুকাতে পাবে না আর, ধরা প'ড়েছ এবার
এমনই ক'রে নিত্য শুনাও তোমার আহ্বান।

তোমার আশীষ দিয়ে, তোমার কাজে দাও সাজায়ে
যেন বিধান সেবায় জীবন দিয়ে পাই পরিত্রাণ
। ১৭০।

আর কতদূর সেই মধুপুর

বল্‌রে সময় তোরে সুধাই

বারবার জিজ্ঞাসি যে কেন বলিস্

“আর দেরি নাই।”

সন্ধ্যা এল আঁধার হল

কাল মেঘ গগন ছাইল

ভাব্‌ছি আমি ব’সে ব’সে

এইটুকু পথ কেমনে যাই।

ঐ যে অমৃতের ধারে

ভবপারে শান্তিপুরে

প্রাণ যে আমার কেমন করে

যাবার তরে সদাই।

পথের ধারে আশা ক’রে

ব’সে আছি যাবার তরে

ওরে সময় দয়া ক’রে

নিয়ে যা, তোর সঙ্গে যাই। ১৭১।

এস ভাই বোনে মিলে

অনন্তে পূজিব আজি

বসন্তের ফুলে।

হৃদে ল'য়ে নব আশা

প্রাণপূর্ণ ভালবাসা

মাগিতে এসেছি মার চরণকমলে।

নূতন প্রেম নূতন জীবন

নূতন ভাবে নূতন সাধন

নূতন বৎসরে ব্রত করিব পালন

নববিধানের সত্য ভকতজীবনামৃত

দিব ভাই জগত জনে এই সুধা ঢেলে। ১৭২।

ফুল্লমনে বেড়াই সদা নাইক ভাবনা।

ভাবনা এলে বলি তারে

যাও তাঁর কাছে যার ভাবনা।

কত রকম ভয় আছে, আসে যদি আমার কাছে

ভয় দেখায়ে তাড়িয়ে বলি, অভয়া যে আমার জানা।

এসেছি মায়ের আদেশে, রয়েছি ভব প্রবাসে

সময় হ'লে যাব দেশে, কারও মানা শুনিব না

ফুল ফুটেছে দেখতে গেলাম

ফুলের মাঝে হারিয়ে গেলাম

ফুলের দলে মিশে গেলাম

আরত আমায় যায় না চেনা।

বাতাসে উড়ে চলিলাম

উড়ে আকাশ পাইলাম

আকাশ বাতাস রইল ছেয়ে

আমায় পাওয়া যায় না।

জোছনায় ঘুরে বেড়াই

হাসি রাজ্যে চলে যাই

হৃদয় মাঝে কি আনন্দ

বল্‌তে পারা যায় না। ১৭৩।

আনন্দ নিলয় তুমি লও আমায় ডেকে।

আনন্দ পূজিব, আনন্দ দেখিব

আনন্দ লইয়া বুকে

আনন্দময় আনন্দময় আনন্দ ভূলোক হ্যুলোকে।

আনন্দে ভাসিব আনন্দে ডুবিব

আনন্দ আঁধার আলোকে,

রোগে শোকে আপদ সুখে

আনন্দ অমৃতম্ বলিব মুখে। ১৭৪।

শাক্যসিংহের জন্মদিন।

রাগিণী ভৈরবী মিশ্র—তাল ঝাঁপতাল।

কাপিলবস্তু ধামে, মহামায়া দেবী কোলে
জনমিল শিশু শাক্যবংশধর
আনন্দিত হলেন পিতা শুদ্ধোধন নরেশ্বর।

পূর্ণচন্দ্র হাসে আকাশ ভালে
ফুল ফল শোভে (বৃক্ষ) ডালে ডালে
বৈশাখী পূর্ণিমা আহা কিবা মনোহর,
জ্যোৎস্না ঢালিয়া অমিয় মাখিয়া
করিছে জন্মোৎসব প্রচার।

আসিল অশিতি নামে এক সাধু প্রবীর
দরশিতে নরপতির নব রাজকুমার
হেরি চমকিত মুনি মুদিল নয়ন
বলিলেন "মুক্তি দিতে জগতে শিশুর আগমন
হইবে কুমার বুদ্ধ নাম "তথাগত"
নির্ব্বাণ শান্তি বিলাইবে ভরি দুই হাত
প্রণমি এ শিশু চরণে বার বার।"

শিশু বাড়ে দিন দিন শশীকলা সম
সিদ্ধার্থ দিলেন নাম জ্যোতিষিগণ

আদরের ধন শিশু নয়ন মোহন
রাজপ্রাসাদের রাজকুমার রতন
যৌবনে হল পরিণয় যশোধরা দেবীসনে
কন্যা রাজনন্দিনী রূপে, গুণে অতুল।

বড় সুখে কাটে কাল শুদ্ধোধন ঘরে
যশোধরা প্রসবিল পুত্র দশ বৎসর পরে
রাহুল রাখিল নাম পিতামহ আদরে
ভাবিলেন নরপতি শুদ্ধোধন
ভাঙ্গিতে নারিবে পুত্র এ স্নেহ বন্ধন
এই ভাবি মহারাজ নির্ভয় অন্তর।

জীবের দুঃখ জরা শোক করিতে সংহার
নির্ব্বাণের তরে আত্ম ত্যজিলেন কুমার
তপস্যায় সিদ্ধিলাভ হইল তাঁহার
শান্তি মুক্তি বিলাইলেন দেশ দেশান্তর।

সপ্তাহ ভিতরে সেই পত্নী পুত্র ছাড়ি
অশ্রুজলে ভাসাইয়ে কাপিলবস্তু নগরী
ত্যজি রাজ্য পরিজন সিদ্ধার্থ করেন গমন
গহ্বরে বিপিনে করেন সাধন কঠোর।

এক রাজ্য ছাড়ি শাক্যসিংহ মহামতি
সসাগরা পৃথিবীর হলেন অধিপতি
শান্তিরাজ্যে দেখ আজ খুলিয়ে নয়ন
আসীন গৌতম মুনি নির্ব্বাণ সিংহাসন
যশোধরা দেবী বামে রাহুল শিশু কোলে
এস গাহ (সবে মিলে) জয় জয় শাক্য মহাবীর। ১৭৫।

ভক্ত জীবন প্রেম নদী, স্রোতে বয়ে যায়।
ডুব দিবি ত ওরে ও ভাই, দৌড়ে চলে আয়।
যাবে পাপ উত্তাপ, যাবে শোক সন্তাপ
অকূল জলে আকুল প্রাণে ডুব দিবি কে আয়।
শুভক্ষণ যে বয়ে যায় দেরি করিস্ না
ঘরের কোণে বসে করিস্ না হায় হায়
এই অতল শীতল জলে ডুব দিবি আয়। ১৭৬।

এস সখা দাও হে দেখা নব নব সাজে।
সরস কুসুম দিব আমি ও পদ সরোজে।
ভবের হাটে ঘুরলাম দিনে সাঁজে
তোমায় পেলাম না খুঁজে
তখন ফিরে এসে, চোক বুঁজে
দেখি বিরাজিছ হৃদয় মাঝে।

এনেছি ছয় রিপু সাথে
তারা করবে পূজা মনের সাধে
আমার বৃত্তি সকল পড়বে লুটে ও চরণ রঙ্গে
তোমার বাঁশী উঠ্‌বে বেজে,
এ মৃত জীবন উঠ্‌বে নেচে। ১৭৭।

ভিক্ষা দে মা দয়াময়ী দাঁড়িয়ে তোমার প্রাঙ্গণে
এসেছি অনেক পথ তোমার দানের কথা শুনে।
তোমার নাকি মধুর স্বরে, মুক্তি শান্তি সদা ঝরে,
দাও শূন্য পাত্র ভ'রে, করি ভিক্ষা চরণে।
আছ কি মা অন্তঃপুরে, ডাকি যে চিৎকার ক'রে
নিজে তুমি না দেখিলে, (মম) অভাব বুঝিব কেমনে।
শুনেছি ভকত বচনে, তোমার বড় দয়া দীনজনে
আশা ক'রে এসেছি তাই, তাকাও কৃপা নয়নে।
কাঙ্গাল জন ধনী হবে,
(তোমার) অক্ষয় ভাণ্ডার পূর্ণ রবে
জয় হোক্ জয় হোক্ মায়ের
গাব আমি নিশিদিনে।
তোমার নাকি ধন রতন, অফুরন্ত অগণন
দুঃখীকে ধনী করিতে, কেহ নাই মা তোমা বিনে। ১৭৮।

শ্রান্ত এ দেহ মন তুমি বিশ্রাম আলয়
তুমি শান্তি তুমি মোক্ষ তুমি আনন্দ নিলয়।
তব চরণ বক্ষে ধ'রে, এসেছি এ ভব আগারে
রোগে, শোকে, সুখে দুঃখে চরণই এক আশ্রয়।
দেখিলে আঁধার ঘোর, ডাকি যখন বারম্বার
বলে কোথা বিভু, কোথা প্রভু দেখা দাও দয়াময়

তখনই দেব কাছে এসে
দেখা দিয়ে ভালবেসে
শুনাও আশ্বাসবাণী
দাও হে মোরে অভয়। ১৭৯।

আমিত্ব শূন্যতা ছিল মম যবে।
পূর্ণ হ'ল সে আমিত্ব দেব, তব আবির্ভাবে।
তোমার সত্তায়, ওহে কৃপাময়
অমরত্ব যদি দিলে সারাৎসার
তবে করিহে প্রার্থনা, পূরাও কামনা
তব পূর্ণ ব্রহ্মরূপে যেন থাকি সদা ডুবে। ১৮০।

ওহে দয়াময় ধরি তব পায়,
থেকনা লুকায়ে যদি পাই ভয়।
তোমার দুয়ারে, আছি আমি প'ড়ে
ডাকিলে দেখা দিও এক এক বার।
কত অপরাধ করেছি চরণে,
তবু আশা নাথ যাব মোক্ষধামে,
ডেকে লবে তুমি, ওহে কৃপানিধি
পার ক'রে দেবে ভব কর্ণধার। ১৮১।

দেখা দে মা দেখা দে দেখা দে গো মা আমার
জীবনের এ গুরুভার বহিতে পারিনে আর।
কত যাত্রী চ'লে গেল, ফিরে ফিরে তাকাইল
কি ভাবিল কি বুঝিল ডাক্‌ল না ত একবার।
দিন ফুরাল গেল বেলা সন্ধ্যা হল ভাঙ্গল মেলা
হাত ধ'রে নে, চলিয়ে দে মা চরণে ধরি তোমার।
শ্রান্ত দেহ ক্লান্ত মন দৃষ্টি শক্তি হ'ল ক্ষীণ
এই টুকু পথ এগিয়ে দে মা ক'রে দেমা ভবপার। ১৮২।

কিবা বিকসিত পদকমল, সৌরভে প্রাণ আকুল।
ভক্ত জীবন জলে, প্রেম হিল্লোলে
আনন্দে দুলে চরণ শতদল।
নূতন বিধান আকাশে, বিশ্বাসের আভাসে
দেখি কমল ভাসে ঢল ঢল
প্রেম বায় দুলায়ে যায়, পদ্মগন্ধ ছুটায়ে যায়,
ভক্তদল মধুপানে হয় বিহ্বল।
যে পূজে ঐ চরণ, হয় তার পাপ মোচন,
সে জুড়ায় তাপিত জীবন
পায় মোক্ষে, থাকে সুখে অনন্তকাল। ১৮৩।

আজ সারাৎসারে, পরাৎপরে,
পূজিব প্রাণভরে।
যাঁহার প্রসাদে পবন বহিল,
যাঁহার হাসিতে কুসুম ফুটিল,
যাঁহার প্রেমে বিহগ গাইল, দলে দলে উড়ে উড়ে
যাঁহার করুণা ধরিয়া বক্ষেতে
সাগর তটিনী বহিল স্রোতে
তাঁহারই চরণ বন্দি আনন্দে, অন্তর বাহিরে। ১৮৪।